Contents

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

রবিউল আও-ওয়াল ও রবিউ [illegible]ছ —১৩৭২ হিঃ।

পৌষ ও মাঘ—বাং [illegible]৩৫৯ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। চতুর্থ বর্ষের উপক্রমণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি	১
২। মুনাজাত (কবিতা)	আবুল কাছেম কেশরী	৪
৩। নূরনবী (দঃ) (কবিতা)	আবদুল আজিজ ওয়ারেছী	৪
৪। ইবনে কাসীর	অধ্যাপক আ কাঃ মোহাম্মদ আদম উদ্দীন এম, এ	৫
৫। হাদীছ সংগ্রহের প্রাথমিক ইতিহাস ও ছহিহ্ বোখারীর সঙ্কলন	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	৬
৬। ঊষর মরুর বুকে আসিছে জোয়ার	আবদুল মান্নান এম, এ	১৩
কৌমি নিশান (কবিতা)	জাফর হাশেমী	১৬
৮। ধ্বংসের মুখোমুখী 'সুসভ্য' দুনিয়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি	১৯
৯। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর—এম, এ	২৬
১০। সংবাদ (কবিতা)	অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলাম	৩০
১১। মহাকবি ইক্বালের ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গি	মোহাম্মদ মওলা বখ্শ নদ্ভী	৩২
১২। শরীঅত ও তরীকত	মূল : মওলানা আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অনুবাদ : মোঃ যিল্লুর রহমান আনছারী	৩৮
১৩। বিশ্ব নবীর (দঃ) অমর বাণী	খাদেমুল ইছলাম	৪১
১৪। স্বদেশ ও বিদেশ	সহ-সম্পাদক	৪৩
১৫। সাময়িক প্রসঙ্গ	ঐ	৪৮

শিরঃশান্তি তৈল।

মহা উপকারী, সুগন্ধি, হেকিমী ও কবিরাজী তৈল।

যাবতীয় শিরঃ রোগ, অনিদ্রা, কেশপতন, কেশের অকাল পক্কতা, প্রভৃতি নিবারণ করে। মস্তকের কেশ ঘন, কৃষ্ণবর্ণ এবং মোলায়েম হয়। মস্তিষ্ক সুশীতল রাখে। স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে। মনোরম স্থায়ী গন্ধে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখে। ক্রয় কালীন রেজিস্টার্ড ১২১ নং **শিরঃশান্তি তৈল** দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ— **এম, হাফিজুর রহমান খান।**
দি এন কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
আটুয়া, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

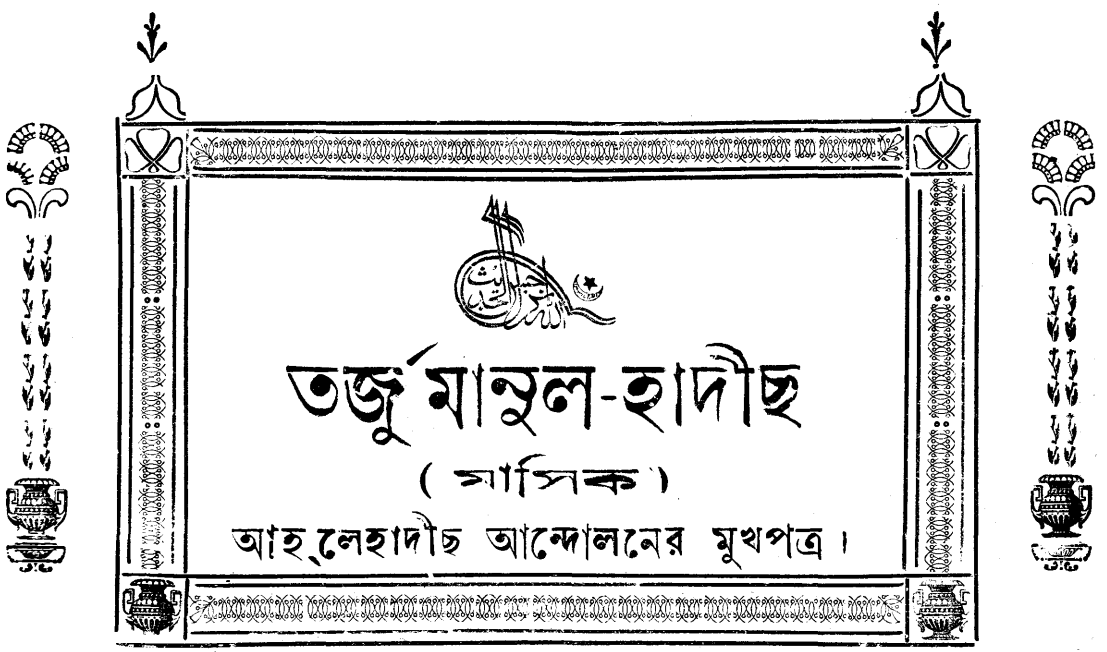

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ	রবিউল আও-ওয়াল ও রবিউছ্‌-ছানি—১৩৭২ হিঃ পৌষ ও মাঘ—বাং ১৩৫৯ সাল।	প্রথম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله العلى العظيم و نصلى و نسلم على عبده و رسوله الكريم –

চতুর্থ বর্ষের উপক্রমণিকা

মহিমান্বিত, গরিমামণ্ডিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লা। নিখিল বিশ্বের তিনি স্রষ্টা, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত খেচর ও ভূচর, প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ, দৃশ্যলোক ও অদৃশ্যলোক মহাশূন্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সকলেরই তিনি খালেক ও মালেক, প্রতিপালক ও অন্নদাতা, নিয়ামক ও পরিচালক সঞ্জীবন ও সংহারক। সর্ববস্তুর সার্বভৌম অধিপতি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র ও একমাত্র সম্রাট তিনি। তাঁহার নিকট হইতেই সর্বসৃষ্টির সূচনা আর তাঁহারই দিকে সকলের চরম প্রত্যাবর্তন।

একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমাদের মস্তক হউক অবনমিত, তাঁহারই পদপ্রান্তে আমাদের গর্ব ও দর্প হউক চিরখর্বিত!

মানবমণ্ডলীকে তিনি সর্বসৃষ্টির সেরারূপে সৃজন করিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য চোখ দিয়াছেন, শুনিবার জন্য কান দিয়াছেন, বুঝিবার জন্য হৃদয় দিয়াছেন, কথা বলার জন্য মুখ দিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুনঃ কর্তব্য ও অকর্তব্য, শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য তাঁহার অনন্ত রহমতের নিদর্শনস্বরূপ যুগে যুগে দেশে দেশে হাদী ও পথ প্রদর্শক রূপে নবী ও রছুলদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তির সন্ধানদাতৃ মহিমময় কেতাবও অবতীর্ণ করিয়াছেন। শেষ যুগে সারা বিশ্বের একমাত্র রছুল রূপে, সর্ব্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবীরূপে, হেদায়তের জলন্ত ভাস্কররূপে, মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শরূপে, ন্যায়ান্যায়ের কষ্টিপাথর—কোরআনে মুবীনের বাহকরূপে আহ্‌মদ মুজ্‌তবা, মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে ধরণীর ধূলায় প্রেরণ করিলেন আর তাঁহার উম্মৎ হওয়ার সুযোগ দিয়া আমাদিগকেও তিনি ধন্য করিলেন, গৌরবান্বিত করিলেন।

সুতরাং সকল প্রশংসা ও যাবতীয় প্রশস্তি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই। আমাদের অন্তর স্ফুরিত সব শোকরিয়া একমাত্র তাঁহারই নিমিত্ত, কায়মনোবাক্যের সব কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আমরা একমাত্র তাঁহারই করি আরাধনা, শুধু তাঁহারই করি উপাসনা, আর বিপদে আপদে, সুখে ও দুঃখে কেবল তাঁহারই নিকট করি সাহায্য যাঞ্চা, তাঁহারই সম্মুখে করি ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত।

আল্লাহর হবিব মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। সত্য পথের তিনি প্রোজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা, কল্যাণের মহত্তম দিগ্‌দিশারী, নবী ও রছুলগণের সর্ববাদীসম্মত নেতা। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরবের আঁধার বুকে মহাপ্রভু আল্লাহর অনুমতিক্রমে ইছলামের যে দীপশিখা তিনি প্রজ্জ্বলিত করিলেন ক্রমে ক্রমে উহা তমসাবৃত পৃথিবীর চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। আঁধার যুগের সব কুসংস্কারের উপর, প্রচলিত সব মতবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর, বিভিন্ন দেশ ও সমাজের পরিগৃহীত বাতেল জীবন-পদ্ধতির উপর রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত আল্লাহর চিরন্তন শাশ্বত নীতি জয়যুক্ত ও বলবৎ হইল। আমাদের লক্ষকোটি ছালাত এবং ছালাম বিশ্বধর্ম্মের প্রচারক এবং মনোনীত জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাকারক সেই পূত চরিত্র ও চির প্রশস্ত মোস্তফার (দঃ) উপর যিনি শত বাধা পায়ে ঠেলিয়া, সহস্র ঝঞ্ঝা মাথায় বহিয়া, হিংসুকের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করিয়া, গর্বিতজনের তাচ্ছিল্য ও অধমদের উপহাস হাসি মুখে সহিয়া, নিন্দক হৃদয়ে প্রীতি ও ভালবাসার পরশ দিয়া, দুশমনকে মার্জনা করিয়া, দুঃখীজনে দয়া ও সহৃদয়তা বিলাইয়া জগতের ছামনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় জীবনের জন্য ন্যায় ও নীতি, সত্য ও কল্যাণের অনুপম আদর্শ স্থাপন করিলেন আর চিরকালের জন্য চিরন্তন সত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া গেলেন। মানবীয় প্রয়োজনের এমন কোন দিক বাকী রহিল না যে দিকে তিনি আল্লাহর তরফ হইতে আলোকপাত করিলেন না, অনাগত ভবিষ্যতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সম্ভাব্য কোন সমস্যার সমাধানের নীতি নির্দেশ করিতেও তিনি বাকী রাখিলেন না।

আল্লাহর অনন্ত আশিস ও শান্তি ধারা তাঁহার উপর নিরন্তর বর্ষিত হউক, পৃথিবীর প্রলয় কাল পর্যন্ত দিশি দিশি কোটি কণ্ঠে তাঁহার নামে ছালাত ও ছালাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হউক!

আল্লাহর পূত আশিস ও স্বস্তিধারা তাঁহার পবিত্র পরিজনবর্গের উপর এবং তাঁহার হেদায়ত-ধন্য সত্য ও ন্যায়ের খাঁটি সৈনিক, পুণ্য ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতীক মহামাননীয় সহচরবৃন্দের উপরও বহিতে থাকুক!

আল্লাহর পূত আশিস তাঁহাদের উপরও বর্ষিত হউক যাঁহারা তাঁহার মনোনীত দীনকে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রচারিত জীবন বিধানকে যুগে যুগে বিধ্বস্তির রাহুগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নূতনভাবে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত দুই আমানত—কোরআন ও হাদীছকে নিজেরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিভ্রান্ত মানবমণ্ডলীকে এই অমৃত নিস্যন্দীর পানে আহ্বান করিয়াছেন, যাঁহারা ইহারই প্রতিষ্ঠার জন্য জালেমের হস্তে প্রাণ দিয়াছেন, দেহের তাজা রক্ত ঝরাইয়াছেন, শত বিপদের ঝঞ্ঝা

www.ahlehadeethbd.org

মস্তকে বরণ করিয়াছেন এবং সদা সতর্ক প্রহরায় ইব্‌লিছী চক্রান্তজালের ফেরেব হইতে মুছলমানদিগকে উদ্ধার করিয়া সত্যের অভ্রান্ত কেন্দ্রে সমবেত করার চেষ্টা পাইয়াছেন।

তর্জুমানুল হাদীছ আল্লাহর অনন্ত রহমতের উপর ভরসা রাখিয়া উহার জন্ম মুহূর্ত হইতে এই মহান ও পবিত্র ঐতিহ্য অনুসরণের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত আলোকবর্তিকা দুইটিকে ক্ষুদ্র কিন্তু মজবুত হস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। উহার সেবকবৃন্দ গত তিন বৎসর যাবৎ পৃথিবীর নির্দিষ্ট একটী অংশে নির্দিষ্ট এক ভাষাভাষীদের নিকট এই আলোক বিচ্ছুরণের সুকঠিন দায়িত্ব নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি অনুসারে প্রতিপালনের চেষ্টা করিয়াছে। চারিদিকের ঘনায়মান কুহেলিকার মাঝে সত্যের দীপ্তমশালকে উঁচু করিয়া ধরিয়া মরীচিকা-বিভ্রান্ত ভ্রষ্ট পথচারিদিগকে জীবনের পথে, স্থায়ী কল্যাণ ও মুক্তির পানে আহ্বান করিয়াছে। শক্তি ছিল তাহাদের সীমাবদ্ধ, সম্বল ছিল তাহাদের অ-প্রচুর, কিন্তু নিজেদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস ছিল গভীর, আল্লাহর উপর ভরসা ছিল বিপুল, আর পথ চলার সাহস ছিল অদম্য। এই বিশ্বাস, এই ভরসা এবং এই সাহসের উপর ভর করিয়াই ত্রুটি বিচ্যুতির ভিতর দিয়া তাহারা প্রথম তিন বৎসরের প্রাথমিক মঞ্জিলগুলি অতিক্রম করিয়াছে; আজ চতুর্থ বর্ষের যাত্রা মুহূর্তে তাহারা রোগে ও শোকে, বিপদে ও বিপর্যয়ে অধিকতর শক্তিহীন, নিস্তেজ ও দুর্বল। তবু সমর্থকবৃন্দের উৎসাহ ও অণুপ্রাণনায় ক্ষীয়তর শক্তি ও সঙ্কীর্ণতর জ্ঞানের পুঁজি বুকে লইয়াই আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কল রাখিয়া আর নিরুদ্যম সাহসে ভর করিয়া তাহারা বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া তাহাদের চতুর্থ বর্ষের যাত্রা শুরু করিয়া দিল।

সর্বশক্তির আধার, করুণা সিন্ধুর উৎস, রহমানুর রহিম ও রব্বুল আলামীন আল্লাহর নিকট আমাদের ব্যগ্রব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আবেদন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের রুগ্নদিগকে সুস্থ, দুর্বলদিগকে শক্তিবন্ত, নিস্তেজ মনকে বলিষ্ঠ, ক্ষীণ কণ্ঠকে বলদীপ্ত এবং দুর্বল লেখনীকে সবল করিয়া তোমার দ্বীনের খেদমতের পূর্ণ তওফিক প্রদান কর! আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে ক্ষমা কর, ভুল ভ্রান্তি হইতে আমাদিগকে সুরক্ষিত রাখ!

হে আল্লাহ, আমরা যেন তোমারই করুণায় তক্‌লিদের বন্ধাত্ব এবং অন্ধ অনুসরণবৃত্তির অভিশাপ হইতে জাতির মনকে মুক্ত করিতে, পাকিস্তানের মুছলমানদের অন্তর তৌহিদ বারিতে বিধৌত করিয়া মুছলিম এখ্‌ওয়াতের যোগসূত্রে সকলকে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করিতে এবং আল্লাহর গ্রন্থ আর রছুলের ছুন্নতকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় জয়যুক্ত হইতে পারি!

আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম কন্দর আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তায় মশগুল হউক, আমাদের শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা তাঁহারই অমৃত বাণী প্রচারের উন্মাদ প্রেরণায় মাতিয়া উঠুক, রছুলুল্লাহর (দঃ) শাশ্বত ছুন্নত প্রতিষ্ঠার সাধনায় আমাদের শক্তির প্রত্যেক জাররা দুর্দম হইয়া উঠুক, সত্য ও সুন্দরের প্রচারণায় আমাদের লেখনী চঞ্চল হইয়া ছুটিতে থাকুক! আমীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন—

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا و اليه ننيب -

www.ahlehadeethbd.org

মুনাজাত

—আবুলকাশেম কেশরী

দাও খোদা দাও জাগার তরে
মুছলমানে সেই শকতি।
জাগাও পুনঃ তাদের প্রাণে
হারিয়ে ফেলা সেই ভকতি॥

দাও আ'লীর সেই বাহু বল
আবু-বকরের ভক্তি অটল
ছারা জাহানে শুনাও বাণী
যাহার মাঝে আছে মুকতি॥

খালিদ তারীক বীর মূছা
জাতির মাঝে বানাও ফের।
ওমর ও ওআএছ আনো
চলুক পুনঃ ধর্মের যের্

নতুন ক'রে সবার হিয়া
ভক্তি-শক্তিতে দাও ভরিয়া
মুছলমানে খাঁটি কর
হে নিখিল জগতের পতি॥

নূর নবী (দঃ)

—আব্দুল আজীজ ওয়ারেছী

ওগো বিশ্বের নবী,
তিমির জগতে উদিয়াছে ফের
তব ইসলাম রবি।

তোমার অসীম করুণার মাঝে
তৌহিদ বাণী এ জাহানে রাজে,
কলুষ হৃদয়ে জাগায়েছ প্রেম
তুমি হে অমর কবি,
দিয়েছি তোমায়, হৃদয়ে আমার
যত আছে আজি সবি।

যেদিন বিঘোরে কুয়াসা নিশিতে
উদয় হইলে তুমি—
পুণ্য প্রভাতে হাসিল আরব
তোমার চরণ চুমি।

কিশোর হৃদয়ে অমরার বাণী
সাগরে জাগালে জোছনা চাঁদিনী
পাষাণের বুকে উৎস ঝরালে
মহা অপরাধে ক্ষমি,
মানব জাতির সান্ত্বনা হেথা
বহিয়া আনিলে তুমি।

সেদিন মরুর তৃষিত বক্ষে
অনাবিল প্রেম ধারা
বহিল খোদার আরশ বাহিয়া
মজিল বিশ্ব সারা।
গভীর রাতের তমসা কাটায়ে
জগতে আনিলে ভোর,
তসলিম লহ ওগো নুর নবী (দঃ),
তসলিম লহ মোর॥

www.ahlehadeethbd.org

ইব্‌নে কাসীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ)

অধ্যাপক—আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদম উদ্দীন

'আল্লামাহ ইব্‌নে কাসীরের পূর্ণ নাম 'ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্‌নে 'উমার ইব্‌নে কাসীর আলকাসাশী আদ্‌ দিমাশকী عماد الدين ابو الفدا اسماعيل ابن عمر ابن كثير القسشي الدمشقي। ইনি হিঃ ৭০১ সালে মোতাবেক ১৩০১ খৃষ্টাব্দে দামেশ্‌ক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাকে দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া ইঁহার পিতা 'উমার হিঃ ৭০৩ সালে পরলোকগমন করেন, ইনি দামেশকেই প্রতিপালিত হন এবং সেখানে ইব্‌নে শাহনাহ, ইসহাক আল আমাদী, ইবনে আসাকের আল-মিযিয (মৃঃ ৭৪২ হিঃ) প্রভৃতি খ্যাতনামা বিদ্বানগণের নিকট আরাবী ভাষা, ব্যাকরণ, কোরআন, হাদীস প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ইনি বহু কাল যাবত আল-মিযিযের শাগরেদ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুজাহেদ ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) এবং তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ নামক মুহাদ্দিস বিবরণী গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম যাহাবীও (মৃঃ ৭৪৮ খৃঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। ইনি প্রত্যক্ষভাবে ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার অনুসারী এবং ভক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার যে দুই জন প্রধান—অনুসারী পরবর্তীকালে তাঁহার মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ভার লইয়াছিলেন ইমাম ইব্‌নে কাসীর তাহাদের অন্যতম। অপর জন ছিলেন ইমাম ইব্‌নে কাইয়িম, এই জন্য তাঁহাকেও তাঁহার উস্তাদ ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার ন্যায়ই নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ইব্‌নে কাসীর তাঁহার উস্তাদ মুহাদ্দিস ইমাম—যাহাবীর ইন্তেকালের পর তৎস্থলে দামেশকের উম্মে সালেহ মাদ্‌রাসার প্রধান মুদার্‌রিস পদে অভিষিক্ত হন। পরবর্তীকালে ইনি দামেশকের দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়ার প্রধান মুহাদ্দিসের পদলাভ করেন। শেষ জীবনে ইমাম ইবনে কাসীর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন এবং হিঃ ৭৭৪ সালের শা'বান মাসে মোতাবেক ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

ইব্‌নে হাজার আসকালানী কৃত তাঁহার গ্রন্থ—আদ্‌দুরারুল কামেলাতে উধৃত যাহাবীর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম ইবনে কাসীর একজন ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন এবং উস্থলে ফিক্‌হ, ইতিহাস, তাফসীর প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্রেও তাহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ—তাফসীরে ইবনে কাসীর নামে পরিচিত তাঁহার তাফসীর এবং আল বিদায়াহ ওয়ান্‌ নিয়াহ নামক — পৃথিবীর ইতিহাস। শেষোক্ত গ্রন্থটি তারীখে ইবনে কাসীর নামে সুপরিচিত। ইনি শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের একখানি জীবনী কোষ রচনা এবং আল মিযিযর তাহযীবুল কামাল গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীর

বিখ্যাত গ্রন্থ তালীকা কাশফুল যুনূন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, "ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত একখানি বিরাট গ্রন্থ"। এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার যাবতীয় আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য কেবল মাত্র সহীহ হাদীস এবং বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সাহাবা (রাঃ) দের মতামতের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি উধৃত হাদীস ও মতামত গুলির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু রেওয়ায়তের উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত তাফসীর লিখিত হইয়াছে সে সমস্ত গ্রন্থ ও এই গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত শেষ সময়ে রচিত হ য়াছে এবং ইহা যে সময় রচিত হইয়াছে তখন ইবনে তায়মিয়ার কল্যাণে এবং প্রভাবে গ্রন্থকার স্বয়ং এবং মুসলিম জগৎ সুফীবাদ, গ্রীক দর্শন, তাকলীদে শাখ্‌সী প্রভৃতির গোঁড়ামী ও মারাত্মক প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই এবং তৎকালে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত উস্থলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীস শাস্ত্র ও বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি সেহাহ সেত্তার সংগৃহীত হাদীস সমূহের সাহায্যে তিনি ইমাম ইব্‌নে জরীর তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ), ইমাম ইবনে আবি হাতিম (মৃঃ ৩২৭ হিঃ) প্রভৃতি মুফাস্‌সিরগণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ভাবে হাদীস নির্বাচন,—সংগ্রহ ও স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার গ্রন্থে সন্দেহজনক রেওয়ায়েত স্থান পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থকার হাদীসগুলির সনদ ও ঐ গুলি কোন্ সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে তাহারও হাওয়ালা দিয়াছেন, ইবনে জরীর তাবারীর ন্যায় তিনিও কোনও একটি—বিষয়ে যতগুলি মতামত উহার সমর্থক হাদীস পাইয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনাতে তিনি সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও আরাবী ভাষাবিদ আল্লামা যামাখশারীর (মৃঃ ৫৩৮ হিঃ) মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অন্ধভাবে ইহার অনুসরণ না করিয়া যেখানে প্রয়োজনবোধ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার প্রতিবাদও করিয়াছেন।

এই তাফসীরে গ্রন্থকার প্রত্যেক সূরায় প্রথমে উহার ফযীলত সম্বন্ধে যতগুলি হাদীস পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া পরে শানে নযুল প্রভৃতি উল্লেখ করতঃ মূল তাফসীর আরম্ভ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ মিসরের বুলাকের মীরিয়া প্রেসে—১৩০১ হিজরীতে নওয়াব সিদ্দীক হাসান মরহুমের তাফসীর ফাৎহুল বায়ানের হাশিয়ায় ছাপা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আল বাগাবীর (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) মা'আলিমুৎ তানযীল নামক তাফসীর গ্রন্থের হাশিয়ায় ইহা নয় খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। ইহার বহুকলমী নুসখা বিভিন্ন কুতুবখানায় পাওয়া যায়।

দেখুন :— ১। ইবনে হাজার আসকালানী কৃত আদ্‌দুরারুল কামেল, ১ম খণ্ড—৩৭৩ পৃঃ; ২। ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, ২য় খণ্ড—৩০৩ পৃঃ; কাশফুল যুনুন, ১ম খণ্ড—৩০৫ পৃঃ; দাউদী কৃত তাবাকাতুল মুফাস্‌সেরীন (কলমী) ২২শ পাতা।

হাদীছ সংগ্রহের প্রাথমিক ইতিহাস
ও
ছহিহ্ বোখারীর সঙ্কলন

আবুল কাছেম মোহাম্মদ ছোছাইন
বাসুদেবপুরী।

হযরত নবীয়ে করিমের (দঃ) জীবদ্দশাতেই হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী,—হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন-আছ, হযরত মা'বিয়া প্রভৃতি মনিষীবৃন্দ হযরতের জীবিতকালেই অনেকগুলি হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তাবেয়ীগণ ইহার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। আর তাবা' তাবেয়ীগণের যুগ এই ভাবে হাদীছ সমূহের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছুন্নতের অনুরাগীবৃন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কারণ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের কুটিল চক্রে অবস্থার এই রূপ পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করে যে—শরিয়তের গূঢ় তত্ত্ব ও বিধিব্যবস্থাগুলি অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িবার উপক্রম হয়। এই অমানিশা বিদূরিত করিবার জন্য শুভ্র আলোকের ব্যবস্থা করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ায় তাবা' তাবেয়ীগণ দৃঢ়ভাবে অসীম সাহসিকতার সহিত পূর্ণোদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং পরবর্তী—কালে খ্যাতনামা মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় উহার পূর্ণতা সাধন

www.ahlehadeethbd.org

করতঃ জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া যান।

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রেছালতের প্রাথমিক যুগে হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে—আমা হইতে কোরআন ব্যতীত অপর কোন বস্তু লিখিওনা এবং যদি কেহ কিছু লিখিয়া থাকে, সে তাহা বিলুপ্ত করিয়া দিক। (মুছলিম)

لاتكتبوا عنى شيأ الا القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه -

এই সতর্কতা অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোরআনের সহিত হাদীছের সংমিশ্রণ যেন ঘটিতে না পারে। অবশ্য মৌখিক প্রচারের জন্য পূর্বাপর একই প্রকার তাকীদ বহাল ছিল। অতঃপর সংমিশ্রণের আশঙ্কা বিদূরিত হইলে হযরতের পবিত্র হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ প্রদত্ত হয়।

যখন আবুশাহ্ ইয়ামানী হুজ্জাতুল বেদার—খুৎবা লিখিয়া লইবার জন্য হযরত (দঃ) সমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করেন তখন হুযুর (দঃ) তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর পূর্বক পরিষ্কার ভাবে আদেশ দেন, তোমরা আবুশাহের জন্য লিখিয়া লও"।

اكتبوا لابى شاه

আব্দুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আছ বহু হাদীছ স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। এই বিষয় কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিষেধ করিলে, তিনি এতদ্ সম্বন্ধে হযরতের নিকট আবেদন করেন। হযরত (দঃ) অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন।

হযরত ওমর, হযরত আনাছ ও বহু ছাহাবা এবং পরবর্তী যুগে তাবেয়ীগণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করার জন্য বহু তাকীদ করেন।

হযরত আবু হুরায়রাও অনেক হাদীছ লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট লিখিত কেতাবের দফতর ছিল। বর্ণিত আছে, "আবুহুরায়রা আমাদিগকে কতকগুলি— কেতাব দেখাইলেন, তাহাতে হযরত নবীয়ে করিমের হাদীছ সঙ্কলিত ছিল এবং বলিলেন, এইগুলি আমার নিকট লিখিত অবস্থায় রহিয়াছে।" (১)

فاذا كتبا من حديث النبى صلعم و قال هذا هو مكتوب عندى -

তাবেয়ীগণের শেষযুগে যখন মুছলমান ওলামাগণ দূর দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়েন এবং রাফেজি, খারেজী, নাস্তিক ও বেদ্‌আতীগণের কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠে, সেই সময় আছার ও হাদীছ সমূহের সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সেই যুগের মহাপ্রাণ খালিফা ওমর বিন আবদুল আযিযের আপ্রাণ চেষ্টা ও অনুপ্রেরণার ফলে হাদীছ সংগ্রহের জন্য চতুর্দিকে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায় এবং অত্যল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক হাদীছ সংগৃহীত হয়।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আযিয তাঁহার খেলাফতকালে ছঈদ বিন ইব্রাহীম, আবুবকর বিন মোহাম্মদ প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীছজ্ঞ আলেমগণের প্রতি হাদীছ সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। (২)

আল্লামা ইবনে আবদুল বার তাঁহার জামেএ বয়ানেল এল্‌ম নামক পুস্তকে লিখিতেছেন, ছঈদ বিন ইব্রাহীম বলেন, ওমর বিন আবদুল আযিয আমাদিগকে হাদীছ সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ মোতাবেক— আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দফ্‌তরে হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ দফতরগুলি খলিফার আদেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। খলিফা তাঁহার রাজ্যের— সমুদয় রাজকর্মচারীগণের প্রতিও পূর্ণ তাকীদ সহকারে এই আদেশ দান করিয়াছিলেন। "তোমরা অতি মনোযোগের সহিত হযরতের — পবিত্র হাদীছগুলি সন্ধানকরিয়া সংগৃহীত করিবে।"

انظروا حديث رسول الله صلعم فاجمعوه

আবু বকর বিন হযমকে খলিফা তাঁহার পরওয়ানায় লিখিয়াছিলেন, "হযরতের হাদীছ গুলির প্রতি মনোযোগ

كتب عمر بن عبدالعزيز الى ابى بكر بن حزم انظر ما كان من رسول الله صلعم

(১) فتح البارى
(২) طبقات

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইবেন। যেহেতু আমার ভয় হইতেছে, এই ভাবে ছাড়িয়া দিলে ধর্মবিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং উহার অনুশীলনকারীগণও সঙ্গে সঙ্গে লোপপ্রাপ্ত হইবেন।

فاكتبه فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء - ولا يقبل الا حديث النبى صلعم - و ليفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لايهلك حتى يكون سرا -

ইহাও আদেশ করা যাইতেছে যে হযরতের হাদীছ ব্যতীত অপর কোন বস্তুর উপর যেন আমল করা না হয়। এল্‌মে হাদীছ প্রচার করিতে থাকিবেন এবং সাধারণকে হাদীছ শিক্ষাদানের জন্য মজলিছ আহ্বান করিবেন, তাহা হইলে যাহারা জানে না তাহারা অবগত হইতে পারিবে। কেননা বিদ্যা—গোপন করা না হইলে তাহার কখনও বিনাশ ঘটিতে পারেনা। (১)

ইবনে ছাআদ (মৃত্যু ২৩০ হিঃ) তাঁহার তাবাকাতে ইবনে শেহাব যোহরী সম্বন্ধে যে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ইমাম—যোহরী ও ছালেহ ইবনে কাইছান হযরতের (দঃ) ও ছাহাবাগণের সমস্ত হাদীছ ও ছুনান লিখিয়া লইতেন। খলিফা ওলিদ নিহত হওয়ার পর দেখা গেল যে "সরকারী কোষাগার হইতে বহু পশু পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া যোহ্‌রীর পুস্তকগুলি স্থানান্তরিত করা হইতেছে।" ইমাম যোহরী ১২৪ হিঃ তে এবং ওলিদ ৯৬ হিঃ তে পরলোক গমন করেন। হাফেয ইবনে হযর লিখিতেছেন, ওমর বিন্ আবদুল আযিযের আদেশ মত—ইবনে শেহাব যোহরী ১ম শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম হাদীছ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তৎপর সঙ্কলন ও পরে গ্রন্থ প্রণয়নের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। (২)

وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بامر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف -

(১) صحيح بخارى (২) فتح البارى

ইমাম মালেক বলেন, খলিফা ওমর বিন আবদুল আযিয মদিনার সমস্ত পণ্ডিতের বিদ্যা (হাদীছ) সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাবী বিন্ ছবিহ, ছাঈদ বিন আমর এবং তাঁহাদের সমসাময়িক কতিপয় ব্যক্তি এই কার্যে প্রথমেই অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম অবস্থায় হাদীছ সংগ্রহের নিয়ম পদ্ধতি কিছুই ছিলনা। প্রত্যেক প্রকারের আছার ও হাদীছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে একত্র সমাবেশ করা হইত। অতঃপর তাবা' তাবেয়ীগণ এই কার্যে ব্রতী হন এবং আহকাম ও বিধানগুলি সংগ্রহ করিতে থাকেন।

মদিনা শরিফে অবস্থান পূর্বক মহামতি এমাম মালেক মোয়াত্তা موطا নামক হাদীছ গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থখানি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং আজ পর্যন্তও উহার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইমাম মালেক তাঁহার মুয়াত্তায় সংগৃহীত হাদীছের সহিত ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের ফতুয়াগুলিও সংযোজিত করিয়া দেন।

অতঃপর ইবনে জোরায়জ মক্কা শরিফে, ইমাম আওযায়ী শ্যামরাজ্যে, ছুফ্‌য়ান ছউরি কুফা নগরীতে এবং হাম্মাদ বিন্ ছুলায়মান বসরা দেশে আপনাপন নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে হাদীছ গ্রন্থসমূহ সঙ্কলন—করিতে থাকেন। এই ভাবে হাদীছ গ্রন্থসমূহের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এই সব হাদীছ গ্রন্থে হাদীছের সহিত ছাহাবা ও—তাবেয়ীগণের আছার সমূহও সংযুক্ত থাকায় পরবর্তী শাস্ত্রবিদ ইমামগণ আছারমুক্ত শুধু রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছগুলিকেই একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা—অনুভব করিলেন। এই ভাবে ওবায়দুল্লা বিন্ মূছা-কুফী একখানা মছনদ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এইরূপে মোসাদ্দাদ বিন্ মনইয়ার, আছাদ বিন মূছা আমবী, নাঈম বিন্ হাম্মাদ আপনাপন মাছনদগুলি সঙ্কলিত করেন এবং আরও অনেকে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বলিতে গেলে হাদীছ হেফ্‌জকারীগণের মধ্যে এরূপ লোক অতি অল্পই ছিলেন যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণিত হাদীছ সমূহ মছনদ আকারে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সঙ্কলিত করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে আহ্মদ বিন হাম্বল, ওছমান বিন শাবিহ্, ইছহাক বিন্ রাহ্বিয়া, অতি-উচ্চ শ্রেণীর মোহাদ্দেছ ছিলেন। ইমাম — আহ্মদ বিন হাম্বলের মছনদ খানি মোছলেম—জগতে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আদ-দারিমীও এই যুগের লোক। তাঁহার সঙ্কলিত হাদীছ শরূহে ছুন্নতও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

ইহার পরই উল্লেখ করিতে হয় ইমামুল — মুহাদ্দেছীন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন্ ইছমাইল বোখারীর নাম। পূর্ব এবং পরবর্তী সমস্ত ওলামাগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—মোহাম্মদ বিন ইছমাইল কর্তৃক সঙ্কলিত ছহিহ বোখারীর ন্যায় বিশ্বস্ততম এবং অমূল্য কেতাব কোর-আন মজীদের পর আসমানের নীচে এবং পৃথিবীর উপরে আর নাই।

ইমাম বোখারী পূর্ব সঙ্কলিত হাদীছ গ্রন্থগুলি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন, উহাতে নানা প্রকারের ছহি এবং জঈফ হাদীছ মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে, তখন তিনি শুধু ছহিহ হাদীছ সমূহের সমন্বয়ে একখানা হাদীছ গ্রন্থ সঙ্কলনের — প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন এবং এই মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার বাসনা মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন।

এই মহৎ বাসনায় তাঁহার অন্যতম উস্তায ইমাম ইছহাক বিন্ রাহ্বিয়ার উৎসাহ ইন্ধনের কাজ করিয়াছিল। ইছহাক বিন ময়াকাল নছফি বলিতেছেন যে, ইমাম বোখারী বর্ণনা করিয়াছেন, "এক দিবস আমরা ইছহাক বিন রাহ্বিয়ার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তিনি বলিলেন, যদি হয্রতের ছহিহ — হাদীছ হইতে এক খানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে (তবে তাহা খুবই উত্তম কাজ হইত)। لو جمعتم كتابا مختصرا الصحيح سنة النبي صلعم — ইমাম বোখারী বলিতেছেন, "তখনই এই কথা আমার হৃদয়ে فوقع ذالك في قلبي বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং আমি এই সময় হইতেই আল্ জামেউছ্ ছহিহ্ 'الجامع الصحيح' সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করার অপর একটি কারণ এই যে, আমি নবীয়ে করিম (দঃ) কে স্বপ্ন-যোগে দেখিলাম, যেন আমি হয্রতের হুযুরে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, আমার হস্তে একখানা ব্যজন রহিয়াছে, তদ্বারা হুজুরের অঙ্গ হইতে মক্ষিকাগুলি হাঁকাইতেছি, অতঃপর জাগ্রত হইয়া মোয়াব্বেরগণ-কে (স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে সক্ষম ব্যক্তিগণ) এই স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলি-লেন, হয্রতের প্রতি যে সমস্ত মিথ্যা হাদীছ আরোপিত হইতেছে তুমি সেইগুলিকে দূরিভূত করিবে।"

হাদীছে বর্ণিত আছে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশ অংশের এক অংশ রূপে পরিগণিত এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে হযরতের পবিত্র চেহারা দর্শ-নের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনি প্রকৃত ও সত্য সত্যই রছুলুল্লাহ (দঃ) কে দেখিয়া থাকেন। এই শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া ইমাম ছাহেবের আন্তরিক স্পৃহা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠে এবং আল্জামেউছ্ ছহিহ্ الجامع الصحيح সঙ্কলন করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।

হাদিছের সূত্র সমূহ (اسناد) এবং উহার সত্যাসত্য তাহ্কিক করার জন্য যে বিদেশ পর্যটন উহাকে মুহাদ্দেছগণের পরিভাষায় রেহ্লত (رحلت) বলা হয়। এইরূপ রেহলত বা বিদেশ পরিভ্রমণের জন্য হাদীছ সঙ্কলকগণ যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি হাদীছ শিক্ষালাভ অথবা যাচাই বাছাই (تحقيق) করার জন্য এক এক মাসের দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের ঈপ্সিত হাদীছগুলি কণ্ঠস্থ না হইত এবং উহাদের সত্যাসত্য বিশেষ তাহ্কিকের সহিত নির্ণয় করিয়া লইতে না পারিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা অন্তরে স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেন না।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারীকে তাঁহার শুভ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিশেষভাবে এই রেহলতের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য যে অসীম সাহস, অনমনীয় ধৈর্য এবং অটল সঙ্কল্পের প্রয়োজন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সেই সমস্ত গুণরাজি দ্বারা ইমাম বোখারীকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি প্রবাস জীবনের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ গুলিকে সহাস্যে বরণ করিতে সক্ষম হন। উপবাসের পর উপবাস থাকিয়া, সওয়ারীর অভাবে পদযুগল পট্টিবল্কলে বন্ধন করিয়াও পথ ভ্রমণ করিতে থাকেন! কঠিন হইতে কঠিনতর অবস্থায় উপনীত হইয়া, সময়ে সময়ে ক্ষুধার তাড়নায় বৃক্ষের লতাপাতা ভক্ষণ করিয়া এবং সহস্র বিপদের সম্মুখীন হইয়াও কখন তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই অথবা অন্তরের আকুল স্পৃহাকে মুহূর্তের জন্য প্রশমিত হইতে দেন নাই।

ইমাম বোখারী মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে দেশস্থ ওলামাগণের নিকট হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া ২১০ হিজরীতে তদীয় জননী ও জ্যেষ্ঠ সহোদর — আহমদের সহিত পবিত্র হজব্রত উদযাপনের জন্য মক্কা মোয়ায্যমায় গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা হজ্জ ক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের — মনস্থ করিলে ইমাম ছাহেব তথায় কিছুকাল অবস্থানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। মাতা ও ভ্রাতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া শোকাকুল— চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইমাম বোখারী মক্কা মোয়ায্যমায় অবস্থান পূর্বক হাদীছ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি আলোচনার জন্য তদানিন্তন শিক্ষকগণের পাঠাগারে উপস্থিত হইতে থাকেন। মক্কা নগরীতে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর ১৮ বৎসর বয়সে ২১২ হিজরীতে মদীনা শরিফ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মদীনার মুহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছে পারদর্শিতা লাভ করেন। মাঝে তায়েফ ও জেদ্দাও পরিভ্রমণ করেন। হেজাজ ভূমিতে মোট ৬ বৎসর অবস্থানের পর বসরার দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর বসরা হইতে কুফা, কুফা হইতে বাগদাদ, শাম, মিছর, জজিরা, খোরাসান, মরেরা, বালাখ, হিরাত, নিশাপুর, রাই ও ওয়াছেত প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। খতিব বাগদাদী লিখিতেছেন—

এমাম বোখারী উপরোক্ত সহর সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খোরাসান, জবলে খোরাসান ও এরাকের যাবতীয় বন্দর এবং হেজাজ, শাম ও মিছরে গিয়া হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন।

জা'ফর বিন মোহাম্মদ বিন হাত্তান ইমাম বোখারীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,— "আমি সহস্রাধিক ওলামাগণের নিকট হইতে হাদীছ লিপিবদ্ধ — করিয়াছি এবং এমন কোন হাদীছ আমার নিকট নাই যাহার সূত্র আমি স্মরণ রাখি নাই।"

كتبت عن الف شيخ من العلماء و زيادة و ليس عندى حديث الا اذكر اسناده

ঐতিহাসিকগণ ইমাম ছাহেবের শায়খ বা — ওস্তাযগণের সংখ্যা এক সহস্র আশি জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা কেরমানীর বর্ণনামতে ছহিহ বোখারীর মধ্যে যে ২৮৯ জন শায়খ রহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর তাবা' তাবেয়ী শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনে-- সামান্যতম কলুষের চিহ্ন অথবা সন্দেহযুক্ত কোন আচরণের তিনি পরিচয় পাইয়াছেন তাহাদের বর্ণিত কোন হাদীছকেই তিনি ছহিহ বোখারীতে স্থান দেন নাই। ইলালে হাদীছ অর্থাৎ হাদীছের দোষ গুণ নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি যেরূপ সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার নযির কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।

হাদীছ শাস্ত্রে এমন বহু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত রহিয়াছে যাহা কেবল মাত্র গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারাই নির্ণয়সাপেক্ষ। এইরূপ অনেক হাদীছ রহিয়াছে যাহাতে প্রকাশ্যতঃ কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং বিশুদ্ধতার যাবতীয় শর্তই উহাতে বিদ্যমান কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাতে এমন অনেক মারাত্মক দোষ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান থাকে যে বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ

www.ahlehadeethbd.org

ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে সব দোষত্রুটী অনুধাবন করা অসম্ভব। যেমন, হাদীছের বর্ণিত বিষয়ের অংশ বিশেষ প্রকৃত পক্ষে ছাহাবীর উক্তি কিন্তু পরবর্তী রাবী ভুলক্রমে বা অন্য কোন কারণে উহাকে হযরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলেই এই সব সূক্ষ্ম ও মারাত্মক দোষগুলি ধরা পড়ে। এমনও কতকগুলি হাদীছ রহিয়াছে, যাহা প্রকাশ্যতঃ 'মওছুল' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা 'মুরছাল' বা 'মুনকাতা'—অথবা কোন হাদীছ বাহ্যতঃ 'মরফু' বলিয়া মনে হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহা 'মওকুফ', কোন রাবী উহাকে 'মরফু' করিয়া দিয়াছেন। আবার কোন হাদীছের মতনকে অন্য হাদীছের সনদ বা মতনে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা হয়ত রাবীর কোন কোন বিষয়ে বিভ্রম (وهم) হইয়া গিয়াছে,— এই সমস্ত দোষত্রুটীগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বক হাদীছ সমূহের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত রাবীর বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মমৃত্যুর তারীখ, ছাহাবা হইলে কোন সময় ইছলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নৈতিক ও ব্যবহারিক অবস্থা, পেশা, পর্যটন, ধারণাশক্তি, তিনি কাহার কাহার নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কে কে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ লইয়াছেন—এই সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সঠিকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হওয়া এবং উহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হাদীছের রাবীগণের সম্বন্ধে এই সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া এবং চরিতালোচনা পূর্বক তাহাদের দোষসমূহ সঠিকভাবে প্রকটিত করিয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কার্য। কোন কোন ব্যক্তি এবং দল এই কার্যকে দোষনীয় বলিয়া অভিমত দিলেও হাদীছবেত্তা পণ্ডিতগণ উহার বৈধতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ উহা জায়েয না হইলে মিথ্যাবাদী হইতে সত্যবাদীকে, অসৎ—দুরাচার হইতে ন্যায় বিচারককে, অলস ও দুস্থস্মৃতি ব্যক্তি হইতে কর্মঠ ও দৃঢ় স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কি রূপে চিনিয়া লওয়া যাইবে? রাবীগণের চরিতালোচনার বৈধতা অস্বীকার করিলে বিশুদ্ধ হাদীছ গুলি দুর্বল হাদীছ সমূহের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়িত, আল্লাহর প্রদত্ত এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত শাশ্বত শরিয়তকে বিনষ্ট করার জন্য চতুর্দিক হইতে মুলহেদ ও জিন্দিকগণ যেরূপ মস্তকোত্তলন করিয়া দাড়াইয়াছিল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইত এবং ধর্মের পরিণতি যে আজ কোথায় কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইত তাহা ভাবিতেও শরীর মন শিহরিয়া উঠে। চরিতালোচনার বৈধতার স্বীকৃতির ফলেই যে নবীয়ে করিম (দঃ) এর অমৃত হাদীছগুলি আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাই ছাহাবায়ে কেরামগণের যুগ হইতেই চরিতালোচনার সূত্রপাত হয় এবং সেই সময় হইতেই সতর্কতার সহিত হাদীছ গ্রহণ কার্য আরম্ভ হয়। (১) উচ্চ শ্রেণীর তাবেয়ীগণের মধ্য হইতে হাছান বছরী, তাউস, আইউব সখতিয়ানী, তায়মী, ইমাম মালেক, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ, শো'বা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐকান্তিকতার সহিত এই দিকে মনোসংযোগ করেন এবং ইহার জন্য ওছুল ও কানুনাদি প্রণয়ণ করেন। (২)

পরবর্তীযুগের মোহাদ্দেছগণ নানাবিধ দার্শনিক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দ্বারা সেই সব বিশ্লেষণ পূর্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি "ওছুলে হাদীছ (Principle of Islamic Tradition) নামে পরিচিত।

ইমাম বোখারী হাদীছের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষার জন্য উপরোক্ত দুরূহ বিষয়গুলি সমস্তই উত্তমরূপে আয়ত্ব করেন এবং হাদীছ যাচাইয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও কঠোরতার সহিত উহা প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহাতে তাঁহার কঠোর সতর্কতার সহিত শিষ্টাচারের, দিয়ানতদারীর সহিত পরহেযগারীর পরিচয় চিহ্নই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পরিত্যাজ্য রাবীদের সম্বন্ধে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে

(১) فتح المغيث شرح الفيه (২) فتح المغيث

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেহই তাঁহাকে দোষারোপ করিতে না পারে। যেমন تركوه তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, انكره الناس লোকেরা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে, المتروك ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। الساقط বাদ দেওয়া হইয়াছে,— فيه نظر তাহার মধ্যে কিন্তু রহিয়াছে, سكتوا عنه তাহা হইতে নীরব রহিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।— وضاع জালিয়াৎ, كذاب মিথ্যাবাদী, এইরূপ শব্দ স্থান বিশেষে অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠোর শব্দ হিসাবে কোন কোন স্থানে منكر الحديث শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইমাম ছাহেব যাহাকে منكر الحديث বলিয়াছেন তাহার নিকট হইতে— রেওয়ায়ত করা সিদ্ধ নহে।

একবার কোন এক ব্যক্তি একটী তদলিছ— (تدليس) যুক্ত হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম ছাহেবকে প্রশ্ন করেন। ইমাম ছাহেব বলিলেন, 'হে অমুকের পিতা, তোমার কি মনে হয় يا ابا فلان ترانى ادلس আমি তাদলিছ করিয়া থাকি? আমি এই তাদলিছ সন্দেহে এক ব্যক্তির দশ সহস্রাধিক হাদীছ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং এই কারণেই অপর এক ব্যক্তির যাবতীয় হাদীছ সমূহ আমাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে।'

এইরূপে ইমামুল মোহাদ্দেছীন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইছমাইল বোখারী তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনায় সংগৃহীত প্রায় ৬ লক্ষ হাদীছের মধ্য হইতে নির্বাচন করিতে করিতে মাত্র কিঞ্চিদধিক ৭ সহস্র হাদীছ চয়নপূর্বক ছহিহ বোখারীর মত বিশ্বস্তম হাদীছ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ব এবং পরবর্তী কাহারও মধ্যেই তাঁহার তুলনা নাই, তিনি একক ও অতুলনীয়। তাই ছহিহ বোখারী কোরআন মজিদের পরই পৃথিবীর বিশ্বস্ত-তম গ্রন্থরূপে সর্বজনস্বীকৃতি লাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে এবং এই জন্যই সমসাময়িক ও পরবর্তী— সমস্ত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী শতমুখে এই গ্রন্থের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। ইমাম ছাহেব কোন সময়ে কি অবস্থায় ও কত দিবসে ছহি বোখারী সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং সঙ্কলনের পর কোন্ কোন্ খ্যাত-নামা ওলামাগণের খেদমতে উপস্থিত করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নহে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের জন্য একত্রে ও সংক্ষেপে উহার কিছু কিছু বর্ণনার প্রয়াস পাইব।

অব্বরাক ইমাম ছাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আমি সুদীর্ঘ ১৬ বৎসরে ছহিহ বোখারী সঙ্কলন করিয়াছি।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "আমি জামেউছ্ ছহিহ্ তিনবার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

আবুল হায়শাম কাশ্‌মিহিনী বলিতেছেন, আমি ইমাম ফারাবরী হইতে শুনিয়াছি, তিনি ইমাম ছাহেব হইতে বর্ণনা করিতেছেন— ইমাম ছাহেব বলিতেন, "আমি যতক্ষণ পর্যন্ত স্নান করিয়া দুই রাক্‌আত নামাজ আদায় না করিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন হাদীছ আল্ জামেউছ্ ছহিহের ভিতর দাখিল করি নাই।" অপর একটি রেওয়ায়তে বর্ণিত হই-য়াছে যে, "আমি উহা মছজিদে হারামে (বয়তুল্লাহ শরিফ) বসিয়া সঙ্কলন করিয়াছি। দুই রাকআত নামাজ পড়ার পর প্রত্যেক হাদীছের উপর ইস্তে-খারা (استخارة) করিতাম। যখন আমি সকল দিক দিয়া উহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতাম তখনই সেই হাদীছ আল্ জামেউছ্ ছহিহের মধ্যে ভর্তি করিয়া লইতাম। আমি এই গ্রন্থখানি আমার পরকালের মুক্তির জন্য দলিল স্বরূপ সঙ্কলন করিয়াছি। এবং এই গ্রন্থ সঙ্কলনের সময় ছয় লক্ষ হাদীছ হইতে শুধু ছহি ও বিশ্বস্ত হাদীছগুলিই নির্বাচন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

আল্লামা ইব্নে আদি শায়খগণের এক জামাত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম বোখারী ছাহেব আল্ জামেউছ্ ছহিহের তারাজেম আবওয়াবগুলি নবী (দঃ) ছাহেবের হুজরা মোবারক ও মেম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক তারাজেম আবওয়াবকে দুই রাকয়াত নামাজ পাঠ করিবার পর পরিষ্কার ও সংশোধন

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া লইয়াছেন।

আবু জাফর আকিলি বলিতেছেন,— ইমাম বোখারী ছহিহ বোখারী সঙ্কলনের পর সেই যুগের যে সব প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছীন ও প্রখ্যাতনামা ওলামা-গণের খেদমতে উহা উপস্থিত করেন তন্মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আলী বিন মদিনী, ইয়াহ্ইয়া বিন মঈন প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ জগদ্বিখ্যাত।— ইঁহারা সকলেই গ্রন্থখানি দেখিয়া অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং একবাক্যে উহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সাক্ষ প্রদান করেন। কেবলমাত্র গ্রন্থের চারিটি হাদীছ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মত বিরোধ উপস্থিত হয়। অকিলী বলিতেছেন, অবশেষে উক্ত হাদীছ চারিটি ইমাম ছাহেবের মতানুযায়ী সঠিক ও ছহিহ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

মুছলমানগণ যে সমস্ত কারণে ইমাম বুখারীকে "ইমামুল মোহাদ্দেছীন," "আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদীছ" প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন,— তন্মধ্যে এই মহাগ্রন্থখানিই উহার মুখ্য কারণ। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী হইতে পরবর্তীকালের বড় বড় মোহাদ্দেছীন, ফোকাহা ও ইমামগণের কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি— ছহিহ বোখারীর তুল্য সম্মান ও গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। আজ ইছলাম জগতে আল্লাহর মহাগ্রন্থ কোরআন মজিদের পর ধরাপৃষ্ঠের বিশ্বস্ততম গ্রন্থ এই ছহিহ বোখারীই। দুনিয়ার যাবতীয় মুছলমান ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত— করিতে বাধ্য। কবি সত্যই বলিয়াছেন,

لو الكتاب الذى يتلو الكتاب هدى -
هذى السيادة طوداليس ينصدع - * †

* طبقات كبرى † কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে লেখকের 'বোখারী চরিত' এর পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলিত। —সহ-সম্পাদক

উষর মরুর বুকে আসিছে জোয়ার

আবদুল মান্নান, এম, এ।

৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস তথা আব্বাসীয়া খেলাফতের পতনের পর আরবের বুকে যে আমানিশা নামিয়া আসিয়াছিল, তার পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, জীবনের কত ক্ষেত্রে কত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, কত রাজ্যের উত্থান পতন আবার পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্ব্বরতার মূর্ত্ত-প্রতীক রূপে জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, ইসলাম জগতকে লণ্ডভণ্ড করিয়া পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ উত্তরকালে ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া পূর্ব্ব পুরুষদের অনুষ্ঠিত ধ্বংসস্তূপের উপর আবার নূতন করিয়া ইসলামের কীর্ত্তি সৌধ নির্ম্মাণ করিতে থাকে, কিন্তু খাস আর-বের বুকে জীবন জোয়ারের ক্ষীণ স্পন্দনও ধ্বনিত হয় না! জগতের জীবন সমারোহের মিছিল যাত্রায় কোন আরববাসীই অংশ গ্রহণ করে না, করিবার প্রয়োজনী-য়তাও অনুভব করে না; হয়ত বা অনুভূতিই তাদের লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে আরবগগনে শুক-তারার মত আল্লামা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার মনীষা ও ইসলামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত যুক্ত হয় সউদ এর বাহুবল আর রাষ্ট্রশক্তি। ফলে আরবের জমাটবাঁধা আঁধার কাটিয়া প্রভাতের আলো দেখা দেয়। কিন্তু হায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কালো মেঘ অচিরেই আরবীয় দিক চক্রবালে দৃষ্ট হয়, এবং আরবের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনঃ অরুণালোক বিকীরণের পূর্ব্বেই সমগ্র আকাশ আবার অন্ধকারে আবৃত্ত হইয়া যায়! আবার শের্ক বেদআত আর অনাচারে দেশ ছাইয়া যায়। ফিরিয়া আসে বর্ব্বরযুগের সেই হানাহানি, রক্তপাত, লুণ্ঠন আর দস্যুবৃত্তি!

কিন্তু মেঘ যতই গাঢ় হউক, যতই জমাটবাঁধা

Contents

হউক তাহা সূর্য্যের কিরণধারাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না, আলোক নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হয় না। মোহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাবের সাধনায় যে আলোকরশ্মি আরবের বুকে দৃষ্ট হইতেছিল, তাহা সাময়িকভাবে চাপা পড়িলেও নির্ব্বাপিত হইল না। সাম্রাজ্যবাদের কালো মেঘে ফাটল ধরিল; ক্রমশঃ উহার শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নূতন করিয়া আরবের বুকে দেখা দিল শুভ্র হাসির রেখা। আর এর প্রবর্ত্তন করিলেন সউদেরই বংশধর মরুসিংহ সুলতান আবদুল আযিয ইব্নে সউদ।

তাঁহারই অক্লান্ত শ্রম সাধনায় শতধাবিভক্ত আরব আজ আবার একতাবদ্ধ! অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি এখনও মাটি কামড়াইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া থাকিয়া লোকের চিত্তে জাগ্রত রাখে সন্দেহ আর ভীতি কিন্তু কালের দুর্ব্বার গতি রোধ করিবে কে? হয়ত বা পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে সাম্রাজ্যবাদী জুলুমের হইবে চির অবসান! আজ দিকে দিকে ধ্বনিয়া উঠিতেছে তারই আগমনি গান!

হাঁ, আবার ফিরিয়া আসা যাক মূল বিষয় বস্তুতে। ইবনে সউদের সুশাসন দেশে আনিল শান্তি আর—শৃঙ্খলা, দূরীভূত হইল পারস্পরিক হানাহানি আর লুটপাট। সর্ব্বোপরি বেদুইন প্রাণে আসিল ধর্ম্মাচরণ আর নীতিবোধ। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে আবার রূপায়িত হইল খাঁটি ইসলামের জীবন্তআদর্শ। কোরআন ও সুন্নাহের বাণী আবার কেতাবের পাতা হইতে বাহিরে আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতেছে বাস্তব জীবনে।

অবিশ্বাসী হয়ত বিদ্রূপের হাসি মুখে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সব সমস্যার বড় সমস্যা—উদরের প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে কি? মরুর খোর্ম্মা ও খেজুরে মরু দুলালদের উদরপূর্ত্তি হইবে কি? মরুচারী বেদুইন কি শুধু হাজীদের দানের উপর চিরকাল—নির্ভর করিয়া চলিবে? তাহাদের পরমুখাপেক্ষিতার অবসানের কোন পথ পাওয়া গিয়াছে কি?

প্রশ্নগুলি অবান্তর নহে। কিন্তু বিধাতার অদৃশ্য মঙ্গল হস্তের কল্যাণ পরশে ইতিমধ্যেই উহার সমাধানও মিলিয়া গিয়াছে। আর সেই আলোচনার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। উষর মরুর প্রচ্ছন্ন বুকে যে মহামূল্য স্বর্ণের অফুরন্ত ভাণ্ডার এত দিন গুপ্ত রহিয়াছিল, তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, এরাবিয়ান আমেরিকান অইল কোম্পানীর (Arabian American oil Company, সংক্ষেপে Aram Co) কল্যাণে এক্ষণে তাহা বিপুল পরিমাণে * উত্তোলিতও হইতেছে এবং ইহার রয়ালটী (Royalty) বাবদ প্রভূত অর্থ দেশের রাজকোষে জমা হইতেছে। আর এই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে দেশের বহুমুখীন কল্যাণপ্রদ কার্যকলাপে। মরুচারী বেদুইন এখন এই বিরাট শিল্পের শুধু সম্পর্কহীন নীরব দর্শক মাত্র নয়, ইহার প্রস্তুতিতে এবং এই ধনাগমের ব্যাপারে তারাও সহকর্ম্মী ও অংশীদার; তাহাদেরই শ্রমে, তাহাদেরই কর্ম্মকুশলতায় এই ধনভাণ্ডার পৃথিবীর আঁধার গহ্বর হইতে উত্তোলিত হইয়া মানব কল্যাণে নিয়োজিত হইতেছে। ১৫০০০ পনের হাজার আরব আজ এই কার্য্যে নিযুক্ত এবং তাহারা স্বস্ব কার্য্যে দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জ্জন করিয়াছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের টেকনিয়াল—দিকটীও তাহারা এমন ভাবে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আশা করা যায়, এক দিন এই বিরাট ও জটিল শিল্পটীকে,—তাহারা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই—পরিচালিত করিতে পারিবে। আর হয়তঃ সে দিন খুব দূরেও নয়।

ইহারই কল্যাণে পবিত্র নগরী মক্কায় অচিরে বিজলীর আলোক (Electric Light) জ্বলিয়া উঠিবে। শুধু তাই নয়, বৈদ্যুতিক শক্তিতে ময়দার কল, কাঠ চেরাইর কল, বরফের কল প্রভৃতি চালাইবারও ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার জন্য শহরের বাহিরে একটী বিরাট পাওয়ার হাউসের [Power House] নির্ম্মাণ—ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ ও খুঁটীর উপরস্থ তারের পরিসর হইবে ২৫ মাইল। নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫টী সাবস্টেশন থাকিবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিজেল

* এক্ষনে প্রতিদিন ৮০০০০০ আটলক্ষ ব্যারেলের অধিক তৈল উত্তোলিত হইতেছে। —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অইল পরিচালিত চারিটী যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে। ইহার জন্য যে পানির প্রয়োজন হইবে তাহা দুইটী কূপ হইতে উত্তোলন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রচণ্ড উত্তাপ ও মরু ঝঞ্ঝায় যাহাতে উহার কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তার জন্যও সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। সুখের বিষয় পাকিস্তানের সুসন্তান ইঞ্জিনিয়ার এম. এ, মালিকের তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ৪০০০ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে; কিন্তু পরে বৃদ্ধি পাইয়া উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০০০০ কিলোয়াট। আশা করা যায়, এই বৎসর যাহারা হজ্জ করিতে যাইবেন তাঁহারা পবিত্র নগরীকে বিদ্যুৎ আলোকে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবেন এবং আনুসঙ্গিক আরও বহুবিধ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবেন।

আরও একটী জরুরী বিষয়ে হাত দেওয়া হইতেছে, তাহাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদ আদান প্রদানের কথাই বলিতে চাহিতেছি। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর এক প্রান্ত এবং বহির্বিশ্বের — গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। পরিকল্পনাটীর বাস্তব রূপ দিতে ২ বৎসর সময় লাগিবে এবং উহার জন্য মোট ২০,০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। মিশরের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল আবদুল মজিদ আলহিনওয়ায়ীর উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে জেদ্দা, রিয়াজ, মদিনা ও দাম্মাম টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার দ্বারা সংযুক্ত হইবে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী, পাকিস্তান ও ভারতের সহিতও যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। তাহা ছাড়া, আরব জগৎ ও তুর্কীর সহিত জেদ্দার সঙ্গে বেতার ও সতারে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। মক্কা, তায়েফ ও জেদ্দার মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হইবে।

পার্থিব সুখ সুবিধা ও আরাম আয়াস বৃদ্ধির সহিত দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারাও অজস্র ধারায় আমদানী হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভয় হয় পাছে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির মত আরব দেশও উহাতে প্লাবিত ও নিমজ্জিত হয়! আশা করা যায় যে, ইবনে সউদের ন্যায় খাঁটী ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান শাসকের হস্তে যতদিন শাসনদণ্ড রহিয়াছে ততদিন তিনি দেশবাসীকে বিপথে চালিত হইতে দিবেন না। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে। (১)

(১) এই প্রবন্ধের উপকরণ Islamic Review, জানুয়ারী (১৯৫১) সংখ্যায় প্রকাশিত "Light for the Holy city af Mecca" এবং "The changing face of Saudi Arabia" নামক প্রবন্ধদ্বয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

কৌমি নিশান।

—জাফর হাশেমী

খোশ্ আমদেদ্ কৌমি নিশান জানাই তোমায় আছ্ছালাম,
তোমার বুকেই রইছে লেখা অতীত যুগের কুল কালাম॥
কেমন করে আরব মরুর নিরস বুকে ফুটল ফুল;
কেমন করে খোশ্কুতে তার মানব জাতির ভাঙ্ল ভুল॥
কেমন করে ভায়ের বুকে মারল ছুরি আপন ভায়ে;
কেমন করে মাছুম শিশু ঘুমিয়ে পল বর্শা ঘায়ে॥
সে সব কথা থরে থরে তোমার বুকে রইছে লেখা—
লক্ষ বছর আগে যাহা ঘটছে কোথাও একাএকা॥
কোথাও দেখি বিরাট পুরুষ করছে ক্ষমা মধুর হেসে;
আপন জানের দুষমনেরে কাছেই পেয়ে বীরের বেশে॥
অশ্রু ঝরে অঝর ঝরে আত্মীয়দের অত্যা-চারে;
ক্ষমা চাহেন খোদার কাছে সেই দয়ালু সবার তরে॥
প্রাণের ভয়ে রাত তেপরে সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে,
পালিয়ে চলেন মানব মুকুট—পালিয়ে চলেন ব্যাথার ভারে॥
ঘুর্ণি-বধূ উড়নি খানি জড়িয়ে যেন বালুর সাথে;
ফুপিয়ে কাঁদে সেই বেদনায় মরু ভূমির প্রাঙ্গণেতে॥
এ সব কথা তোমার বিরাট বক্ষ জুড়ে রইছে পড়ে;
গুলবাগিচা জুড়ে যেন ফুল ফুটিছে থরে থরে॥
পাপে তাপে পূর্ণ যখন বিশ্ব জাহান রইল ঘুমে—
গগন পথে উড়লে তুমি নূরন্নবী দস্ত চুমে॥
কইলে হেকে "বিশ্ববাসী ছুটিয়ে আস আমার তলে—
আমার ছায়ায় নাই কোন ভয়, আস সবাই কৌতুহলে॥
তৌহিদেরি মধুর বাণী কইছে হেকে বিশ্ব নবী,
বাদশা, ফকির, গরীব, আমির নেই কোন ভয় আস সবি॥"
জুটল সবাই ছুটল সবাই তোমার ছায়ায় স্মরণ নিতে;
"লা-শরিকাল্লাহ" জোশে গাইল সবাই একই সাথে॥
বিশ্ব নবীর দস্ত পাকে রইলে তুমি অমর হয়ে—
কৌমি নিশান ভাই গো তোমায় ছালাম জানাই বরাভয়ে॥
ঝাণ্ডা তোমায় রাখল উচা ছিদ্দিকেরি সত্য বাণী—
ফারুক তোমায় বিশাল বুকে আপন করে লইল টানি॥
তোমায় নিয়ে দস্ত পাকে আল্লাহর শের হাকল জোরে—
কুল মুছলিম মাতল রণে তোমায় হেরে জয়োল্লাসে॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বীর কেশরী খালেদ, আমর বিশ্ব জাহান তোমায় নিয়ে,
তৌহিদেরি বান ডাকল ধূসর মরুর বক্ষ বেয়ে॥
লাখ লাখ বীর মুজাহিদ মরল সবাই একে একে,
মরল সবাই দীনের লাগি ঝাণ্ডা তোমায় উচা রেখে॥
ধূলুণ্ঠিত হওনি তুমি,— কেউ করেনি তোমায় নত,
সগৌরবেই উড়ছ তুমি ঠিক দুপুরের সূর্য্য মত॥
আরব, আজম, মিশর, কেনান—সবাই তোমার ছায়ার তলে,
চলছে জোশে বীরের বেশে একই সাথে কদম ফেলে॥
হাজার হাজার কাফের সেনা, ক'জন বীরের হস্তে থাকি,
আশার বাণী বলছ তুমি আপন ছিনায় হেলাল আঁকি॥
কত শত বীর মুজাহিদ আপন বুকের রক্ত দিয়ে,
আব-ই হায়াত রাখল তোমায়, কল্‌সি বিষের নিজেই পিয়ে॥
মুছলিমের উন্নত শির হয়নি নত—কারুর কাছে,
তোমার বুকে সে কথাটী আজ তক্‌ত লিখাই আছে॥
মিছরি বালা মিছরি ছুরি তোমার বুকে ভাঙ্গল দেখে,
ছালাম জানায় মুচ্‌কি হেসে ডাগর আঁখি সুর্ম্মা একে॥
নীল দরিয়ার বক্ষ জুড়ে তোমার ছায়া রইছে পড়ে,
ঘূর্ণি বধূ উড়নি ভরে কাঁকর ছুঁড়ে বালির পরে॥
কাবুলী বালার নয়ন বাণে বক্ষ তোমার যায়নি ছিঁড়ে,
হিঙ্‌ল গালি গায় কাওয়ালি হাত তালিদি তোমায় ঘিরে॥
মুল্‌কে ইঁরায় তোমার ছায়ায় ছড়িয়ে দিয়ে আস্‌বে তাজি,
খোশ মেজাজে গজল গাহে, নিশায় তোমার সেবক সাজি॥
কায়কাউছের তখ্‌ত খানি তোমার ছায়ায় ধন্য হল,
রোস্তমেরি রক্‌স তাজি তোমার ভয়ে পালিয়ে গেল॥
পালিয়ে গেল গোর্জ্জ নিয়ে আতস পূজি মুজ্জসিরা,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের মধুর বাণী গাইল তারা॥
পাথর পূজা দূর হল আজ তোমায় হেরে বিশ্ব ধরার,
মানুষ পূজা পালিয়ে গেল খৃষ্টান আর ইয়াজদিয়ার॥
মুছলিমেরই নিশান তুমি জানে সবাই বিশ্ব জুড়ে,
নিঃস্ব তুমি হওনি কখন বিশ্বাসীদের দম্ভ পরে॥
পার হয়েছি সাগর গিরি তবু তোমায় যাইনি ছেড়ে,
উড়ছ তুমি সাগর পাহাড় ইউরোপেরই গির্জ্জা পরে॥
মুছলিমেরই দম্ভ বাজু হয়নি জয়িফ তোমায় নিয়ে,
তৌহিদ আর বিজয় নিশান সব খানেতে আসছ খুয়ে॥
সবার চেয়ে সে সব কথা তুমিই জান কৌমি নিশান,
ভুবছি কোথায় উঠছি কোথায় রক্ত ধারায় করিয়ে স্নান॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূর্ত্তি পূজায় ধূর্ত্ত ভূমি ভারত যখন ডুবিয়ে ছিল,
আসলে তুমি সসম্মানে নিশান তোমার জায়গা দিল ॥
বীর মুজাহিদ গজনি ঘোরি ঝাণ্ডা তোমায় দস্তে নিয়ে,
গো দেওতার মূর্ত্তি খানি ভাঙ্গল যেদিন বর্শা ঘায়ে ॥
সে দিন হতে আজ তকৃত ভারত পরে শির দোলায়ে,
সাতশ বছর উড়ছ তুমি আপন তেজে বুক ফুলায়ে ॥
কুতুবও ত গড়ল মিনার কৌমি নিশান তোমার লাগি,
মিথ্যা নহে এ সব কথা আজও তাহা রইছে জাগি ॥
দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, তাজ মহলের মাথার পরে,
দেখছি মোরা উড়ছ তুমি তৌহিদেরি গরব ভরে ॥
শ্বেত হাতীরা শিকল দিয়ে বাঁধল সে দিন ভারতবাসী,
সে বাঁধ, নিশান ! ছিড়লে তুমি অবহেলে মুচ্‌কি হাসি ॥
শহিদ শিরাজ ঝাণ্ডা তোমায় তুলিয়ে দিল দস্ত পাকে,
ভেস্তে গেল শহিদ হয়ে তবু তোমায় টিপু রাখে ॥
ম্লান করেনি দীপ্তি তোমার শহিদ টীপু একটু খানি,
মরিয়ে টীপু তোমার তরে আহ্‌মদেরে আনল টানি ॥
আহ্‌মদ ও ইছমাইলের দস্ত পাকে দেখ্‌ছি তোমায়,
উড়ছ তুমি ব্যথার ভারে তাই কবি আজ ছালাম জানায় ॥
একটু খানি হয়ত নত মুছলিমেরই গোনার ভারে,
কৌমি নিশান হইছিলেকি ? এই অভাগা সবার তরে ?
অমনি সেথায় গর্জ্জি উঠে জিন্দা দিলের জাগ্রতি বীর,
করল উচা, করল উচা নিশান তোমার উন্নত শির ॥
কেইবা সে বীর, কে সে জোয়ান কও ত নিশান গর্জ্জি উঠে,
কইছ হেকে, "জিন্নাহ সে বীর, আজাদি যে আনল লুটে ॥"
তাঁহার লাগি মাগ্‌ফেরাতের মাগি দোয়া আমরা তামাম,
তোমার লাগি কৌমি নিশান দেই মোরা আজ লাখো ছালাম ॥

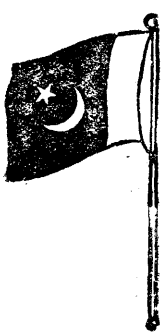

www.ahlehadeethbd.org

ধ্বংসের মুখোমুখী 'সুসভ্য' দুনিয়া

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর ৭টি রাষ্ট্র প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে কথিত হ'ত। তন্মধ্যে এক পক্ষে ৪টি রাষ্ট্র—গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রিপাবলিক এবং অপর পক্ষে জার্মাণী, ইটালি ও জাপান এক জীবনক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়। প্রথম পক্ষ মিত্র শক্তি রূপে এবং দ্বিতীয় পক্ষ অক্ষ শক্তি বা শত্রুপক্ষ রূপে আমাদের নিকট প্রচারিত হয়। বহু উত্থান পতন এবং জয় পরাজয়ের পর অক্ষশক্তিকে একে একে পরাজিত এবং পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে অভিশপ্ত জীবনের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হ'তে হয়। বিজয়ী পক্ষে ফ্রান্স শক্তিহীন, সম্পদহীন, নীতি-চ্যুত ও সমস্যা-ভারাক্রান্ত একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয় এবং গ্রেটব্রিটেন দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তির পর্যায়ে নেমে আসে।

কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন এবং অপরিমেয় জনবল ও অজস্র সম্পদ হারিয়েও অবশেষে নিজেকে সামলিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের শেষাংশে পূর্ব জার্মানীসহ পূর্ব ইউরোপের—অনেকগুলি রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত অথবা প্রভাবিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং পরে ছলে বলে কৌশলে এসব দেশে কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে ফেলতে সক্ষম হয়। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, এবং খাস চীনে কম্যুনিষ্ট ভাবধারা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। উত্তর কোরিয়া কম্যুনিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ ক'রে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েট সাহায্য পুষ্ট চীনের কম্যুনিষ্টগণ চিয়াং কাইশাককে বিতাড়িত ক'রে মহাচীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এই ভাবে যুদ্ধের পূর্বে কুড়ি কোটির স্থলে যুদ্ধের কিছু পরে আশি কোটি মানব সন্তান লা-দ্বীনি কম্যুনিষ্ট—শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির ফলে কম্যুনিষ্ট বড় কর্তাদের লোভ লালসা ও ঔদ্ধত্য ক্রমাগত বেড়েই চলে। বিভিন্ন দেশে তাদের উৎসাহ-প্রাপ্ত অনুচরবৃন্দ প্রকাশ্যে কিম্বা—গোপনে ধর্মীয় রোষের সঙ্গে অবিরামভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কম্যুনিজমের বীজ ছড়িয়ে চলেছে। দুনিয়া ব্যাপী অভাব ও অসন্তোষের উর্বর ক্ষেত্রে এবং ধর্মহীনতার উপযোগী পরিবেশে এই ছড়ান বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হওয়ার চমৎকার সুযোগ পাচ্ছে।

অন্য দিকে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র মহাযুদ্ধে এক-রূপ অক্ষত অবস্থায় বিজয়মাল্য গলায় ধারণের—সৌভাগ্য অর্জন করে। মিত্র রাষ্ট্রসমূহকে যুদ্ধ কালে অজস্র অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ ক'রে তাদিগকে ঋণ-জালে আবদ্ধ করে ফেলে এবং পরে যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের নামে মার্শাল সাহায্য প্রভৃতির ফাঁদে জড়িত ক'রে কম্যুনিষ্ট ভিন্ন অন্য প্রায় সমস্ত নিরুপায় শক্তিগুলোকে তা'বেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলে। বিশ্বের সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার সংরক্ষণের পবিত্র ঘোষণা বাণী, আটলান্টিক চার্টার এবং সকলের জন্য সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানর পর আজ সমগ্র বিশ্বের উপর আমেরিকার প্রতিষ্ঠা স্থাপন এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহারের জন্য তাদের ঘৃণ্য প্রয়াস—ক্রমেই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ছে। বিশ্বের সবপ্রান্তে যুদ্ধঘাটি নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা এবং ভীষণতর ও ব্যাপকতর যুদ্ধ প্রস্তুতির সাজ সাজ রব অহরহই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার ঐতিহাসিক চতুর্দফা মানবীয় মৌলিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে—উদ্বেগমুক্ত সুখী বিশ্ব গ'ড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন উহার শেষ দফায় বলা হয়,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

The fourth is freedom from fear which translated into world terms, means a world wide reduction of armament to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of aggression against any neighbour any where in the world.

"চতুর্বিধ স্বাধীনতার সর্বশেষটি হবে ভীতি হ'তে মুক্তিদান : বিশ্বক্ষেত্রে উহার রূপায়ণের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দুনিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রের যুদ্ধোপকরণ এমন পর্যায়ে এবং এমন নিখুঁত উপায়ে কমিয়ে আনতে হবে যা'তে করে দুনিয়ার কোন একপ্রান্তে কোন একটি জাতিও উহার প্রতিবেশী জাতির বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণমূলক কোন কাজে অবতীর্ণ হতে না পারে।"

উক্ত সনের ১৪ই আগস্ট যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে রুজভেল্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হ'তে মিঃ চার্চিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশ্ববিশ্রুত আটলান্টিক চার্টারের অষ্টম ও শেষ দফায় ঘোষিত হয়,—

They believe that all the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons must come to the abandonment of the use of force, since no future peace can be maintained, if land, sea or air armament continue to be employed by nations.

"তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব ফলাফল এবং আত্মিক—উভয়বিধ কারণে পৃথিবীর সমস্ত জাতিপুঞ্জকে শক্তির প্রয়োগ পরিত্যাগের পথে— অবশ্যই আসতে হবে। কারণ কোন ভবিষ্যৎ শান্তিই সংরক্ষিত হ'তে পারবে না যে পর্যন্ত জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধাস্ত্রগুলি জাতি সমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত হ'তে থাকবে।" অতঃপর এধরণের আরও কত মহৎ ঘোষণাবাণী কত মুখে — কতবার যে উচ্চারিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উহা কার্যকরী করার জন্য নূতন ক'রে বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্ম হ'ল, উহার অধীনে কত সংস্থা, কত কমিটী গঠিত হ'ল, কিন্তু কথা এবং কার্যের সামঞ্জস্য ক্রমেই তিরোহিত হ'তে লাগল। রাশিয়া এবং ইঙ্গমার্কিন ব্লক দুই বিপরীত রাষ্ট্রাদর্শের ধ্বজাবাহী। এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাকীদে তাদিগকে একত্রিত হওয়ায় প্রয়োজন ঘটেছিল। সেই শত্রু অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত শুরু হয়ে গেল এবং সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। সন্দেহ ও অবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল এবং উভয়ের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের মহড়া শুরু হয়ে গেল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতর—নিরাপত্তা সভায় এবং বিভিন্ন আলোচনা বৈঠকে এই বিরোধ ক্রমেই তীব্র হ'তে তীব্রতর আকারে দেখা দিতে লাগল, অতঃপর কোরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে দুই ব্লকের বিরোধ-বহ্নি প্রধূমিত হতে থাকে, উভয় পক্ষে বাজতে থাকে রণ দামামা, চলতে থাকে যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপক আয়োজন, শুরু হয়ে যায় ধ্বংসকর অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের ভীষণতম প্রতিযোগিতা।

আণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক রূপ জগৎবাসী নাগাশিকা এবং হিরোসিমায় লক্ষ করেছে। আল্লাহর লা'নত রূপে এই ভয়ঙ্কর বোমা ধ্বংসের যে তাণ্ডব-লীলা সেখানে দেখিয়েছে—উহার বিভীষিকা মানব মনকে চিরকালের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে রাখবে। কিন্তু এর পরও পৃথিবীর সর্বপ্রধান বিত্তশীল রাষ্ট্রের শক্তি-গর্বিত কর্ণধাররা উহাকে আরও ধ্বংসকর, আরও ভয়ঙ্কর এবং সর্বতোভাবে অপ্রতিরোধ্য করে তোলার জন্য প্রতি বছর গবেষণা বাবদ কোটি কোটি ডলার ব্যয় এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য অজস্র সম্পদ অবলীলাক্রমে ধ্বংস করে চলেছেন!

রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই। আণবিক বোমা প্রস্তুতির কৌশল ও তথ্যাদি গোপন এবং প্রধানতঃ যুক্ত রাষ্ট্রের একচেটিয়ে সম্পত্তি ক'রে রাখার অভিসন্ধি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বাধীন গবেষণার সাহায্যেই হোক অথবা গুপ্তচর মারফত অবগত হয়েই হোক রাশিয়া এখন এই মারাত্মক অস্ত্রের প্রস্তুতি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে শুধু অবগতই নহে— উহার ধ্বংসকারিতাকে প্রচণ্ডতর করার গবেষণা ও সাধনাতেও সমভাবে নিরত!

শুনা যাচ্ছে আণবিক বোমার ধ্বংসকরী শক্তি এখন এত দূরে বেড়ে গেছে যে তার তুলনায় নাগাশিকা এবং হিরোশিমার দুঃশ্রব্য স্মৃতিও নিতান্ত নগণ্য এবং একান্ত সেকেলে মনে হ'বে। এর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আশঙ্কিত ধ্বংসকারিতার পরিমাপ করা যেতে পারে এই কথা থেকে যে, হিরোশিমার নিক্ষিপ্ত বোমায় মাত্র অর্ধ আউন্স (এক তোলার কিছু বেশী) ইউরেণিয়াম শক্তিতে রূপান্তরিত করার ফলেই ঐ ভয়াবহ ধ্বংস সাধিত হয়েছিল আর আজ আউন্সে নয়, পাউণ্ডে নয়, ইচ্ছে হ'লে বোমার আবরণে মণে মণে, ইউরেণিয়ামকে শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে সমস্ত পৃথিবীটাকেই এক বিভীষিকাময় শ্মশানে পরিণত ক'রে দেয়া যেতে পারবে।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এমন মারাত্মক ও বিধ্বংসী মারণাস্ত্র হাতে রেখেও বিরোধী শক্তি বর্গ সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। অধিকতর ধ্বংসকর এবং সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য অস্ত্র প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা, অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণার অন্ত নেই—যার সবশেষ ফল হাইড্রোজেন বোমা। আণবিক বোমার একটা অসুবিধে এই যে, উহার উপকরণ ইউরেণিয়াম অনেকটা দুষ্প্রাপ্য, প্রস্তুত পদ্ধতি জটিল এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সুতরাং দৃষ্টি পড়ল অপেক্ষাকৃত সহজ লভ্য হাইড্রোজেনের উপর। পৃথিবীর চারি ভাগের তিন ভাগই পানি আর ঐ তিন ভাগের দু'ভাগ হ'ল হাইড্রোজেনে সমাকীর্ণ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, হাইড্রোজেন হিলিয়াম পরমাণুর বিচ্ছুরিত শক্তিই সূর্য ও নক্ষত্র পুঞ্জের আলোকের উৎস। এই তথ্য থেকেই হাইড্রোজেন বোমা—প্রস্তুতের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আগামী যুদ্ধে ব্যবহার-সম্ভাব্য হাইড্রোজেন বোমা হিরোশিমার আণবিক বোমা অপেক্ষা হবে সহস্রগুণ শক্তিশালী। হিরোশিমায় ব্যবহৃত আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতার ব্যাসার্ধের (Radius of destruction) দূরত্ব ছিল মাত্র ১ মাইল কিন্তু ব্যবহর্তব্য হাইড্রোজেন বোমা ১০০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত স্থান ধ্বংস স্তূপে পরিণত করতে সমর্থ হবে। বোমা থেকে উদ্ভূত বাত্যা উপযোগী হাওয়া পেলে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্তী সহরের স্মৃতিচিহ্ন গুলোকেও অবলুপ্ত করতে পারবে। তারপর বিস্ফোরণের পর বোমা থেকে যে প্রচণ্ড উত্তাপ বিকীর্ণ হবে তার প্রভাব হবে আরও মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর। এই বিকীরণের সঙ্গে বোমা থেকে গামা রশ্মি এবং—নিউট্রনও সৃষ্টি হ'তে পারে যা মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে পরিশেষে অভাবিত উপায়ে অসংখ্য নিরপরাধ জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে দেবে।

সুতরাং আগামী যুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহৃত হ'লে—এবং হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক—এক মুহূর্তে পৃথিবীর বক্ষে যে কী ভয়াবহ ধ্বংস নেমে আসবে, কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ মানুষের উপর আপতিত হ'বে, কী দুঃশ্রব্য যাতনা তাদের পোহাতে হবে, কী ভাবে যে লক্ষ বছরের সাধনায় গড়া মানব সভ্যতা এক নিমেষে মিস্‌মার হয়ে যাবে তা কল্পনা করতেও শরীর রোমাঞ্চিত এবং মন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠে। আরও ভয়ের কারণ এজন্য যে, এই অতি মারাত্মক ও বিভীষণ বোমা নিক্ষিপ্ত হ'লে তার অনিষ্টকারিতা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধক কোন পন্থা আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা কার্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নাকি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেছে। কিন্তু রাশিয়া উহার গোপন তথ্য এখনও অবগত হতে পারে নাই। অপরদিক দিয়ে রাশিয়ার দাবী এই যে, তারা মৃত্যু রশ্মি নামক এক আজব বস্তুর উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে যা কয়েক কিলোমাইলের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বস্তু এমন কি আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং এই সব বোমা-বাহক বিমান ও ডুবো জাহাজ গুলোকেও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ক'রে দিতে পারবে। সুতরাং তাদের দাবী মতে আণবিক কিম্বা হাইড্রোজেন বোমা লক্ষ বস্তুর উপর আপতিত হওয়ার পূর্বেই এই রশ্মি দ্বারা ঐ সব ধ্বংসকর বস্তুগুলোকে সম্পূর্ণ অকেজো এবং বিনষ্ট ক'রে দেওয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এতে শুধু বোমা ও বোমাবাহী জাহাজগুলোই নষ্ট হবে না, এই মৃত্যু রশ্মি পারিপার্শ্বিক সব কিছুকেই একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত করে দিয়ে তবে ছাড়বে!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিজ্ঞানের এই সব আবিষ্কারগুলো ধ্বংসকর কাজে প্রযুক্ত হয়ে মানুষের জন্য কি অকল্পনীয় অভিশাপ ডেকে আনতে পারে তা উপরের আলোচনায় বেশ বুঝতে পারা গেল, কিন্তু এগুলো অন্য ভাবে ব্যবহৃত হ'লে মানুষের কিরূপ অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারে জনৈক বিজ্ঞান-অধ্যাপকের নিম্নোল্লিখিত বর্ণনা থেকে তা উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

১। এক পাউণ্ড পানির পরমাণুগুলোকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে সেই তেজ বা তাপ দ্বারা দু কোটী টন জল বাষ্পীভূত হতে পারবে।

২। মাত্র একবারের নিশ্বাসে একজন মানুষ যতটুকু বায়ু টেনে নিতে পারে সেইটুকুন বায়ুকে তেজে রূপান্তরিত করলে তদ্বারা একটা বড় এরোপ্লেন এক বৎসর চলতে পারবে।

৩। রেলের একখানা সাধারণ পোষ্টবোর্ড টিকিটের সমস্ত পরমাণু থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে তদ্বারা একখানা বড় প্যাসেঞ্জার ট্রেণ পাঁচবার সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষীণ করতে পারবে।

৪। আট আউন্স কেরোসিন তেল থেকে উৎপন্ন শক্তি দ্বারা কলকাতার ন্যায় একটা সুবৃহৎ সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ পূর্ণ দু বৎসর পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যেতে পারবে।

এখন প্রশ্ন এই, মানুষের দীর্ঘ দিনের সাধনায় লব্ধ এই জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত না ক'রে সভ্যতা ও মানবতা বিধ্বংসী এই সব ভয়াবহ ক্ষতিকর কাজে প্রয়োগের জন্য মানুষ এমন উঠে পড়ে লেগেছে কেন?

শুভ বুদ্ধির পরিবর্তে মানুষ কেবল দুষ্ট বুদ্ধি দ্বারা অন্য কথায় শয়তানী ওয়াছ্‌ওয়াছায় পরিচালিত হচ্ছে কেন?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংস ধ্বংসলীলার পরিণামে লক্ষ কণ্ঠের আকুল ফরিয়াদ এবং কোটী হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না কেন?

জাতিসঙ্ঘের শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে দীর্ঘ আড়াই বছর পর্যন্ত তদন্ত কার্য চালিয়ে কিছু দিন পূর্বে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে জানা— গিয়েছে—

মহাযুদ্ধে অন্ততঃ দু কোটি লোক হতাহত হয়েছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলে লক্ষ লক্ষ অসহায় নারী বৈধব্য জ্বালায় ডুকরে মরছে, কোটি কোটি ইয়াতীম শিশুর আর্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সন্তান-হারা লক্ষ লক্ষ মাতার বুক ফাটা বেদনায় শয়তানের চোখ দিয়েও সহানুভূতির অশ্রু ঝরছে, লাখ লাখ সুখের নীড় চিরকালের তরে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে, সহস্র সহস্র সমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বিধ্বস্ত ও ধূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত-নির্লিপ্ত-নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত দেশে অন্ততঃ ২৫ কোটী নর নারী, শিশু ও বালক বালিকা অনাহারে ও অর্ধাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর গহ্বরে অগ্রসর হচ্ছে, ইউরোপের ক্ষুদ্র বৃহৎ মাত্র ১২টী দেশেই এই হতভাগ্যদের সংখ্যা ছ কোটীতে দাড়িয়েছে, জার্মানীর প্রতি ৩টী বালক বালিকা পিতৃহীন ইয়াতীমে পরিণত হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় ও অভাবের যাতনায় বালকেরা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করছে, মেয়েরা গ্রহণ করছে ঘৃণ্য বেশ্যাবৃত্তি! অপরাধের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এতই বেড়ে যাচ্ছে যে তার প্রতিকার এখন একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকেই দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও মহামারি, সমস্ত পরিবেশটাই বিষাক্ত এবং পঙ্কিল!

কিন্তু তবু দেশের রাষ্ট্র পরিচালক ও কূটনীতি বিশারদ এবং তাদের নির্বাচক মণ্ডলীর হুশ হচ্ছেনা কেন? আরও সর্বনাশের পথে, আরও ধ্বংসের মুখ গহ্বরে তারা ধেয়ে ছুটছে কেন? উন্মত্ত পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হওয়ার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে কেন?

এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে চিন্তাশীল — ইংরেজ লেখক C. E. M. Joad সাহেব তাঁর Guide to Modern wickedness পুস্তকে বলছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

While mankind has advanced increasingly in respect of power, it has remained stationary in respect of its wisdom. The bigetter of power is Science. Science has given us powers fit for gods and to their use we bring the mentality of school boy and savages.

অর্থাৎ "মানুষ শক্তি অর্জনের দিকে ক্রমাগত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললেও সুস্থ বুদ্ধির দিকে এক পদও অগ্রসর হ'তে পারে নাই। বিজ্ঞান শক্তির জনক। এই বিজ্ঞান মানুষকে দেবতার উপযোগী শক্তি দান করেছে কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগে আমরা অপরিপক্ক স্কুল বালক এবং অসভ্যদের বর্বর মানসিকতার ঊর্ধে উঠতে পারছিনা।"

কিন্তু সব প্রশ্নের বড় প্রশ্ন কেন মানুষ এই বর্বর মানসিকতার ঊর্ধে উঠতে পারছেনা? কেন মানুষের অন্তরে দুষ্ট বুদ্ধি অপেক্ষা শুভবুদ্ধি অধিক শক্তিশালী ও কার্যকরী হ'তে পারছে না? কেন মানুষ তার প্রবৃত্তিকে পরাভূত এবং বিবেককে জয়যুক্ত করতে পারছে না? মানুষের জন্য মানুষের প্রেম ও প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা, দয়া ও মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা কেন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে এবং তার স্থলে হিংসা ও বিদ্বেষ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা ও অর্থলোলুপতা, নির্দয়তা ও নৃশংসতা কেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে?

দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যের শক্তি গর্বিত কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক, কোন সাহিত্যিক, কোন রাজনীতিবিদ, কোন নৈয়ায়িক, কোন ধর্মপুরোহিত এর সদুত্তর দিতে পারছেননা—দিতে পারবেন না। এর হেতু অনুসন্ধানের জন্য যে গভীরে নাবা দরকার, পাশ্চাত্য জগৎ ততটুকু নাবতে নারাজ, এর জন্য দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে যে আত্মজিজ্ঞাসার পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, সে পথে হাটতে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ জড়িয়ে-ধরা ও মন্ত্রমুগ্ধকর জড়সভ্যতা এবং জীবনের বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাদের দৃষ্টিকে করে রেখেছে বিভ্রান্ত, চিন্তাকে করেছে উদভ্রান্ত এবং মস্তিষ্ককে করেছে বিকারগ্রস্ত।

এই সভ্যতা এবং বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুবিধা ভোগীদের দেহকে করছে পুষ্ট, কিন্তু তাদের হৃদয়কে ক'রে তুলছে কৃশ আর আত্মার দাবীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে তাকে শুকিয়ে মারছে উপবাসে। মানুষের জন্য পার্থিব জীবন ও উহার সুখ ভোগকেই একমাত্র লক্ষণীয় এবং একান্ত কাম্য বিষয় ক'রে তুলেছে। কোথাও স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সেরা—'মানুষের' সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল আর কোথাও আল্লাহর অস্তিত্বই হচ্ছে অস্বীকৃত। মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান এবং কল্পিত "খালেক ও মালেক রাব্বুল আলামীনের" নিকট জওয়াবদিহির প্রশ্নটি নেহায়েত অবান্তর ও তাহা মিথ্যা, সুতরাং উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তুরূপে হচ্ছে পরিকীর্তিত।

এই অবিশ্বাস ও জওয়াবদিহির দায়িত্ব-মুক্তি, এই বিকার ও বিভ্রান্তি, এই স্বার্থলোলুপতা ও ভোগ সর্বস্বতা, এই নির্দয়তা ও নৃশংসতা যে মতবাদের—অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আধুনিক জড় বিজ্ঞানই তার জনক এবং এই বিজ্ঞান-প্রসূত জীবন-দর্শনই তার পরিপোষক ও পরিবর্ধক।

জড় বিজ্ঞান মানুষকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্রষ্টা নেই, বিশ্ব প্রকৃতিই হচ্ছে অনাদি ও অনন্ত। অন্ধ ও অলঙ্ঘনীয় এক কার্যকারণ-পরম্পরায় বিশ্ব জগতে সৃষ্টির খেলা চলছে—জীব-জগতের উদ্ভব ঘটছে; পূর্ব কল্পিত ধারণা অনুসারে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোন ইচ্ছাময় বিধাতৃ পুরুষ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তথা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন নাই—দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় কোন শক্তিশালী মহাপ্রভু দূর সিংহাসনে ব'সে জগৎসংসার পরিচালনা করছেন না। অনন্ত প্রকৃতির অন্ধ নিয়মে চালকবিহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই সুবৃহৎ যন্ত্রটি অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে চলছে। ঘূর্ণায়মান অবস্থাতে বিশেষ দুর্ঘটনায় কার্যকারণের আকস্মিক সংযোগে পৃথিবীর হ'ল জন্ম, এমনি আর এক দুর্ঘটনায় অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সমাবেশে সম্ভব হ'ল জীব জগতের বিকাশ। শ্যাওলা জাতীয় না জীব না নি-জীব এক অপরূপ পদার্থ থেকে ক্রম-বিকাশের ধারা বয়ে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের বৈতরণী পার হ'তে হ'তে আজ জগতের দৃশমান অস্তিত্ব সমূহের উদ্ভব ও টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে। এই অন্ধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতিই মানুষ। এ দুর্ঘটনা না ঘটলেও ফুল তেমনি ফুটত আজ যেমন ফুটছে, গাছে সুমিষ্ট ফল তেমনি ধরত আজ যেমন ধরছে, বাতাস তেমনি বইত আজ যেমন বইছে, আর সূর্য এমনি আলো দিত, চাঁদ এমনি হাসত, আকাশের গায়ে চাঁদ তারার এমনি মেলা বসত।

সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি নয়, আল্লাহই মানুষের কল্পরাজ্যের সৃষ্টি। আল্লাহকে মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল ভয় ও ভীতির হাত থেকে আশ্রয় পাওয়ার জন্য, শোক ও দুঃখে সান্ত্বনা লাভের জন্য, জরা ও অকাল মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্য। কিন্তু জ্ঞান-গর্বিত শক্তি-দর্পিত— আজিকার 'সুসভ্য' মানুষের সে প্রয়োজন মিটে গেছে! তারা বুঝে নিয়েছে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, রোগ ও মহামারী, জরা ও মৃত্যু 'ক্রুদ্ধ আল্লাহর' গজব বা অভিসম্পাতের প্রকাশ নয়, উহা একমাত্র কার্য-কারণেরই অপরিহার্য ফল। প্রার্থনা, পূজা-অর্চনা, ভোগনৈবেদ্য ও বলিদানের সাহায্যে এর থেকে— রেহাই পাওয়ার উপায় নেই, জ্ঞানদৃষ্টি খুলে রাখা, সাবধানতা অবলম্বন করা, স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মানা, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাই এ দুঃখ ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ! যুদ্ধে লিপ্ত দুই বিবাদ-মান রাষ্ট্রের সাহায্যের আকুল আবেদন 'বধির আল্লাহর' কর্ণে কোন সাড়া জাগায় না, বিজয়গৌরব তাদেরই করায়ত্ত হয় যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর শক্তি সমাবেশ, ভীষণতর মারণাস্ত্র আমদানী করতে এবং নব নব কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম! মানুষের জন্ম মৃত্যুও আজ অদৃশ্য বিধাতার হস্তে নয়, যৌন-সংযোগে অথবা টেস্ট টিউব ব্যবহারের ফলেই নব-জীবনের উদ্ভব ঘটে, আবার জন্ম-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র— ব্যবহারেই জন্ম ঠেকিয়ে রাখা এবং অব্যর্থ ওষুধের প্রয়োগে অথবা বিজ্ঞানোচিত অস্ত্রোপাচারের সাহায্যে আসন্ন অকাল মৃত্যুকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। সুতরাং আজ আল্লাহর অস্তিত্বের কোনই সার্থকতা নেই। মানবমন থেকে যত শীঘ্র এই স্রষ্টার আসনকে মুছে ফেলা যাবে ততই মঙ্গল। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে একান্তই বেমানান— মধ্যযুগীয় অপরিপক্ক বুদ্ধি এবং অন্ধ বিশ্বাসের অবলম্বন ছাড়া তা আর কিছুই নয়। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত— 'সভ্যতা' কাল্পনিক স্রষ্টার প্রতি এই অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিতে একান্তই নারাজ!

এই সভ্যতার ধারক ও বাহকগণের একদল তাই আল্লাহর অস্তিত্বকে মনে ও মুখে সরাসরি অস্বীকার করছে। আর একদল মন থেকে এবং বাস্তব কার্যকলাপে আল্লাহকে নির্বাসন দিলেও মুখে সে কথা ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করছে। শেষোক্ত দল আল্লাহর 'জাতকে'—হয়ত সাধারণ লোকদের ভাওতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে—স্বীকার ক'রে যাচ্ছে কিন্তু তাঁর উলুহিয়ত, রবুবিয়ত, মিল্‌কিয়ত ও হাকি-মিয়তের ছেফাতগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ফেলেছে। তাদের মতে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্বন্ধ হবে নিছক ব্যক্তিগত, একান্তভাবে প্রাইভেট জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। তাঁর প্রয়োজন থাকবে শুধু গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মানুষের সাথে মানুষের আচরণে, কাজ কারবারে, সামাজিক,— বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কে আল্লাহর প্রভুত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব তারা অস্বীকার করে বসেছে, এ সব ব্যাপারে আল্লাহর প্রবেশাধিকার দিতে তারা পরাঙ্মুখ। তাদের মতে মানুষের সামাজিক আচরণ, রাষ্ট্রীয় শাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানুষের হাতে গড়া আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। শান্তিকামী আল্লাহকে তারা এ সব বিরক্তিকর ঝামেলা ও দুঃসহ ঝঞ্ঝাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছে।

এর পর যে অল্প সংখ্যক লোক একজন স্রষ্টার কথা মনে মনে সত্যই বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিগত আচরণ এবং কৃত কর্মের ফলভোগ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে রেখেছেন সহৃদয় পাদ্রী এবং ধর্মযাজকগণ। তাদের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবতই পাপশীল, ত্রুটী বিচ্যুতি এবং পদস্খলন ও পাপপরায়ণতা তার মজ্জাগত; বংশগত ভাবে এটা আদি

www.ahlehadeethbd.org

নারী বিবি হাওয়া থেকে সে পেয়ে এসেছে। এ কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মাত্র সহজ পথ উন্মুক্ত আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর "পুত্র ত্রাণকর্তা" (Saviour) যিশু খৃষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন। তিনি তাঁর ঈশ্বর-পুত্রত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের এত ভালবাসলেন যে তাদের সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ পাপরাজির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজে ক্রুসবিদ্ধ হলেন এবং অনন্ত কালের জন্য তাদের মুক্তির রাজপথকে এই ভাবে উন্মুক্ত রেখে গেলেন!

এখন প্রশ্ন এই যে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে, যারা শুধু নামকেওয়াস্তে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ও অপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ ক'রে বাস্তব জীবনে তাঁকে নির্বাসন দিয়ে রেখেছে, যারা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান এবং কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ প্রদানের দায়িত্বকে — মিথ্যা ব'লে ঘোষণা করছে আর যারা যিশুর ক্রুসকেই সমস্ত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত রূপে মনে করছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্যায় আচরণ ও গর্হিত কার্যকলাপ, সামাজিক জীবনে দুর্বলের উপর জুল্‌ম ও বে-ইনসাফ, শোষণ ও উৎপীড়ন রোধ করবে কে? কিসের প্রেরণায় মানুষের কল্যাণ কাজে তারা উৎসাহ বোধ করবে এবং কোন্ দুঃখে ও কার ভয়ে তারা আপাতঃমধুর আনন্দ উপভোগ, প্রবৃত্তি পূজা ও স্বার্থোদ্ধারের কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে?

আল্লাহর অস্তিত্বই সেখানে অস্বীকৃত কিম্বা নাম মাত্র স্বীকৃত, ধর্ম যেখানে একমাত্র রাজা বাদশাহ, ঠাকুর পুরোহিত ও ধনিক গোষ্ঠির স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে জনগণকে ঘুম পাড়ানির আফিমরূপে পরিকীর্তিত অথবা অন্ধ বিশ্বাসের প্রতীকরূপে উপহসিত ও সমাজ জীবন হ'তে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত, সেখানে মানুষ কেন এবং কোন্ দুরাশায় তার জাগ্রত ভোগলিপ্সাকে দমন করবে? কিসের জন্য নিজের সাক্ষাৎ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অপরের দুঃখ বিমোচনের পথে এগিয়ে আসবে? কেন অপরের অশ্রু মুছার জন্য কষ্টের পথে পা বাড়াবে? মৃত্যুর পরই নিজের নিশ্চিত নির্বাণ জেনেশুনেও আর এক দল ধ্বংসশীল মানুষের জন্য কেন আত্মসংযম ও আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেবে?

এর উত্তরে বস্তুতান্ত্রিকতার পূজারীরা বলবে, "মানুষ তার অন্তরের বিবেক ও স্বভাব জাত নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েই অন্যায় হ'তে নিবৃত্ত ও কল্যাণের দিকে অনুপ্রাণিত হ'বে; আর এই বিবেক পরিমার্জিত ও নীতিবোধ পরিবর্ধিত হয়ে উঠবে সুষ্ঠু শিক্ষার সাহায্যে।"

প্রতি উত্তরে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে,— জড়সভ্যতার আওতায় গড়ে উঠা শিক্ষা মানুষকে কিরূপ বিবেকসম্পন্ন এবং তাদের নীতিবোধকে কিরূপ সক্রিয় করে তুলেছে তার জলন্ত পরিচয় পাওয়া গিয়েছে মার্জিত রুচি ও ন্যায়নিষ্ঠ (!) পাশ্চাত্যবাসীর বিগত কয়েক শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় এবং গত দুই মহাযুদ্ধের অবিস্মরণীয় কীর্তিতে এবং বুঝা যাচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন আচরণে, নারীপুরুষের মেলামেশায়, রাজনৈতিক ভণ্ডামিতে আর এর ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে তা ধরা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রেষারেষি ও ভীষণতম সমর প্রস্তুতিতে!

সর্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ব শক্তির আধার খালেক ও মালেক আল্লাহর উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ ক'রে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে এবং কৃতকর্মের জওয়াবদিহির দায়িত্ব এড়িয়ে যতদিন মানুষ শান্তির সৌধ গড়তে যাবে সে ইমারত কস্মিনকালে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে না আর যদিও বা মিথ্যা কল কৌশলে কোন মতে দাঁড়ায় তার ধ্বংস অনিবার্য ও স্থির নিশ্চিত; কারণ নিছক বালীর স্তূপই যে সেই ইমারতের একমাত্র বুনিয়াদ!

আল্লাহর 'জাত' ও তাঁর "ছেফাতের" উপর পরিপূর্ণ ও বাস্তবায়িত আস্থার অটল ভিত্তিতে মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন এবং সভ্যতার সৌধ রচনা করতে না পারা পর্যন্ত দুনিয়ার একান্ত কাম্য শান্তি কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না।

পাশ্চাত্য দুনিয়া বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মায়া— কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির মোড় ফিরাতে না পারলে, তাদের

(এর অবশিষ্টাংশ ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সগীর—এম, এ।

[**পরিপ্রেক্ষিত**—সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে সমস্ত সম্রাট বিশ্ববিশ্রুত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কেহই উপযুক্ত শক্তি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। ইঁহারা প্রত্যেকেই কমবেশী ক্ষমতাবান ও প্রতিষ্ঠাপন্ন আমির ওমারাদের হস্তক্রীড়নকে পরিণত হইতে বাধ্য হন। এই সব ওমারাদের মধ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়— জ্যেষ্ঠ সৈয়দ হাসান আলী খাঁ ওরফে কতুবুল মুল্ক আবদুল্লাহ খাঁ এবং কনিষ্ঠ সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ ইতিহাসে 'King Makers' 'বাদশাহ স্রষ্টা' নামে প্রসিদ্ধ। ফর্‌রোখশিয়র, রফিউদ্দরজাত, রফিউদ্দওলা ও মোহাম্মদ শাহ একের পর এক ইঁহাদের দ্বারাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যানুকূল্যে ফররোখশিয়র কর্তৃক সিংহাসনারোহণ হইতে শুরু করিয়া তাহার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনাপুঞ্জ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বক্ষমান প্রবন্ধে পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা শুরু হইল। পূর্বাপর সামঞ্জস্য বুঝিবার জন্য পূর্ব প্রকাশিত অধ্যায় সমূহের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে শাহ আলম বাহাদুর শাহ ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং মোগলদের চিরাচরিত প্রথানুসারে পুত্রগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর জ্যেষ্ঠ জাহাঁদার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র আজিমুশ্‌শান পরাজিত ও নিহত হন। আজিমুশ্‌শানের দ্বিতীয় পুত্র ফররোখশিয়র তাঁহাকে সম্রাট রূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহার তেজস্বিনী মাতার উৎসাহ ও প্ররোচনায় আজিমাবাদ হইতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রতিভাসম্পন্ন সেনাপতি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার মাতার বুদ্ধিমত্তা ও বাক্যনৈপুণ্যের ফলে ফর্‌রোখশিয়রের ভাগ্যের সহিত নিজেদেরকে গ্রথিত করেন। অতঃপর জাহাঁদার শাহের সহিত ফর্‌রোখশিয়রের যে যুদ্ধ হয় উহাতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের রণ নৈপুণ্য ও কূটকৌশলে বিজয়মাল্য ফররোখশিয়রের অধিকারভুক্ত হয়। জাহাঁদার শাহ পরাজিত ও নিহত হন এবং ১৭১৩ খৃঃ ফর্‌রোখশিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাহ খাঁ উজির বা প্রধান মন্ত্রী এবং কনিষ্ঠ সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ মীর বখশী পদে নিযুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র রাজ্যের একরূপ সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন।

কিন্তু শীঘ্রই সম্রাট ফর্‌রোখশিয়র ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হইয়া অবশেষে উভয় দিকের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠে। সম্রাট সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লন কিন্তু সৈয়দদের কূটকৌশল ও সাবধানতায় উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরিশেষে ১৭১৯ খৃঃ ফর্‌রোখশিয়র তাঁহাদের চক্রান্তে সিংহাসন চ্যুত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বন্দী দশায় তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত ও ধীর-বিষ প্রয়োগ করা হয় এবং শেষে গুপ্তঘাতক কর্তৃক শ্বাসরুদ্ধ পূর্বক তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়।

অতঃপর মোগল সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া যে সব ঘটনা সংঘটিত হয় তাহাই বক্ষমান এবং পরবর্তী প্রবন্ধ সমূহে বর্ণিত হইবে। বৈচিত্রহীন ও নিরস হইলেও এই ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক এবং একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ঘাতকতা ও অন্যান্য পাপরাজিতে পরিপূর্ণ এই বিষাদময় ইতিহাসের ভিতর পতনযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সমূহ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। —সহ-সম্পাদক]

রফিউদ্দরজাতের রাজত্ব

ফররোখশীয়রকে সিংহাসনচ্যুত করার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্মজীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। রফিউদ্দরজাত নামে মাত্র সম্রাট হইলেন। কিন্তু সমস্ত রাজক্ষমতা সৈয়দ ভ্রাতাদের কুক্ষিগত হইল। প্রকৃতপক্ষে নব সম্রাটের নামে তাঁহারাই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল না। মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীন বাহাদুর দ্বিতীয় বখশীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফররোখশীয়রের রাজত্বের একেবারে শেষ ভাগে নিজামুল্‌মুল্‌ককে বিহারের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তথায় যাইবার পূর্ব্বেই এই বিপ্লব—ঘটিয়া গেল। এক্ষণে তাঁহাকে মালবের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইল। তিনি তাঁহার সমুদয় ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গসহ তথায় চলিয়া গেলেন। এমন কি তাঁহার প্রতিনিধি রূপে তাঁহার পুত্রকেও দরবারে রাখিয়া গেলেন না।

সৈয়দ ভ্রাতারা "মোগল পার্টি"কেই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নানা কারণ-পরম্পরায় মোগলপার্টির প্রধান দুই নেতার অন্যতম মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীন প্রকাশ্য ভাবেই তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ২য় নেতা নিজামুল্‌মুল্‌কের মনোভাব রহস্যাবৃতই থাকিয়া গেল। চতুর নিজামুল্‌মুল্‌ক কোন পক্ষেই যোগ দেওয়া পছন্দ করিলেন না। হোসেন আলী খাঁ তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া তাঁহাদের পথ নিষ্কণ্টক করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ খাঁ উহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহাকে তাঁহার মিত্রবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিহীন করিয়া রাখাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলেন।—অবশেষে তাঁহার মতই গৃহীত হইল। তদনুযায়ী তাঁহাকে মালবের সুবাদারীতে নিযুক্ত করিয়া রাজধানী হইতে দূরে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইল।

তারপরই ফররোখশীয়রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ওমারাদের জায়গীর বাজেয়াফ্‌ত করা হইল। ই'তে কাদ খানের (মোহাম্মদ মুরাদ) জায়গীর ও ধনসম্পত্তি বাজেয়াফত করা ছাড়াও তাঁহাকে বন্দী—করিয়া হোসেন আলীর খাঁর গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পরে অবশ্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এর পর তিনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়া একেবারে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ফররোখশীয়রের মাতুল শায়েস্তা খান ও শ্বশুর সা'দত খানের জায়গীরও বাজেয়াফ্‌ত করা হইল।

নব সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের কয়েক—দিবস পরে মারাঠাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। সম্ভাজীর কনিষ্ঠ পুত্র মদন সিংহ ও কয়েকজন মহিলা,—যাহারা সম্রাট আলমগীরের সময় হইতে বন্দী অবস্থায় কাল যাপন

(২৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মজ্জাগত ভোগলিপ্সা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা, স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অর্থগৃধ্নুতা ও পররাজ্য গ্রাস-লোলুপতা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বীজ ছড়িয়ে দুনিয়ায় অশান্তির আগুনে ইন্ধন যুগাতে থাকবেই।

'সুসভ্য' পাশ্চাত্য জগত আজ এই রোগেই ভীষণ ভাবে আক্রান্ত। রাষ্ট্র ধুরন্ধররা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উহার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বহুবিধ পন্থার নির্দ্দেশ ও উপায় উদ্ভাবন করে চলছেন, শান্তির পথ নির্দেশের বা ঈঙ্গিত দানের জন্য প্রতি বৎসর নোবেল প্রাইজও বিতরিত হচ্ছে; কিন্তু অশান্তি কমার পরিবর্তে কেবলই বাড়ছে রোগ-উপশমের বদলে তার জটিলতা বর্ধিত হয়েই চলেছে এবং সেটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, এর থেকে রেহায় পাওয়ার কোন শুভ লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। দুই প্রবলতম শক্তির বিভীষণ সমর—প্রস্তুতিতে এক অভাবনীয় ও অকল্পেয় ধ্বংসের সুস্পষ্ট পদধ্বনিই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

দুনিয়ার সাধারণ মানব মণ্ডলী কি এই ধ্বংসই একান্ত মনে কামনা করে? তারা এই অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হ'তেই কি আগ্রহান্বিত?

না কখনই নয়, তারা চায় বাঁচতে, তারা চায় শান্তি, তারা চায় সমৃদ্ধি।

কে পারে তাদের বাঁচাতে? কে দিতে পারে মানুষের বহু আকাঙ্খিত সেই শান্তি, কোন পথে আসতে পারে সেই চির কাম্য সমৃদ্ধি?

এ প্রশ্নের জওয়াব ইন্‌শা আল্লাহ আগামীতে দেওয়ার চেষ্টা করব।

www.ahlehadeethbd.org

করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া উহারা দেশে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইহাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ যাহা তাহারা লাভ করিল তাহা হইতেছে ৩টী মূল্যবান সনদ—১ম সনদে তাহাদিগকে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী ও মহিশূর এই তিনটি করদ রাজ্য সমেত—দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার চৌথ বা এক চতুর্থাংশ কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হইল। ২য় সনদে বাকী $\frac{৩}{৪}$ করের $\frac{1}{10}$ অংশও "সরদেশমুখী" হিসাবে উহাদের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ৩য় সনদে,—শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার অধিকার ভুক্ত রাজ্য তাঁহার পৌত্র শাহুকে অর্পণ করা করা হইল। ৩য় অধিকারটী "স্বরাজ" নামে ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকে।

বাজেয়াফ্‌ত্‌ দ্রব্য লইয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ

ফররোখশীয়রকে বন্দী ও নব সম্রাটকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সময় দিল্লী দুর্গ ও প্রাসাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী ছিলেন আবদুল্লা খাঁ। সেই সময় হোসেন আলী খাঁ তাঁহার নিজের আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগে আবদুল্লাহ খাঁ দুর্গ ও প্রাসাদের গুপ্ত ধনাগার, হিরা-জওহার সব কিছুই হস্তগত করেন। এবং ঠিক পরে পরেই ফররোখশীয়রের অন্যূন ২০০ প্রধান কর্মচারী ও রাজবংশের অনেকের জায়গীরও তিনি বাজেয়াফ্‌ত্‌—করিয়া দুই তিন দিনের মধ্যেই নিজের প্রিয় পাত্রদের উহা দান করেন। এই বিষয় লইয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে তুমুল বিবাদ হয় এবং তরবারী দ্বারা উহা মীমাংসার সুত্রপাত হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ খাঁর প্রধান বুদ্ধিদাতা রতন চাঁদের চেষ্টায় বিবাদ খুব বেশী দূর না গড়াইয়া উহার একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যায়। তদনুযায়ী বাজেয়াফ্‌ত্‌ জায়গীরগুলি হোসেন আলী খাঁর অনুগত লোকদিগকে প্রদান করা হয়। রতন চাঁদ উভয় ভ্রাতাকে ইহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন যে, যদি উভয় ভ্রাতা একতাবদ্ধ না হইয়া ঝগড়া বিবাদেই প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে মোগল দলপতিরা তাঁহাদিগকে অবিলম্বে টুকরা টুকরা করিয়া ছাড়িবেন।

আগ্রাতে নেকোশীয়রকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা

সম্রাট আলমগীরের ৪র্থ পুত্র মোহাম্মদ আকবরের জীবিত পুত্রদের মধ্যে নেকোশীয়রই সেই সময় সর্বজেষ্ঠ্য ছিলেন। ১০৯২ হিজরীর প্রারম্ভে (জানুয়ারী ১৬৮১ খৃঃ) শাহজাদা আকবর তাঁহার পিতার ক্যাম্প হইতে পলায়ন করিয়া রাঠোরদের সহিত মিলিত হন এবং সিংহাসনের দাবী করিয়া বসেন। সম্রাট আলমগীর অবিলম্বে বিদ্রোহী শাহজাদার স্ত্রী, নেকোশীয়র ও মোহাম্মদ আসগর নামক দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া আগ্রার দুর্গে পাঠাইয়া দেন। তদবধি নেকোশীয়র তথায় বন্দী জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময় যদিও তাঁহার বয়স ৪০ বৎসরের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তথাপি তিনি কখনই আগ্রা দুর্গের বাহিরে আসিবার সুযোগ পান নাই। এই কারণে বহির্জগত সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা না জন্মায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিরও স্ফূরণ হয় নাই। কথিত আছে যে, গরু ও ঘোড়ার মত সাধারণ জন্তু দেখিয়াও তিনি নাকি উহাদের নাম এবং উহারা কোন্ শ্রেণীর জানোয়ার তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সুতরাং এ হেন ব্যক্তি যে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবেন তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

ফররোখশীয়রের সিংহাসন-চ্যুতির পর কয়েক সপ্তাহ নানারূপ জনরব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সৈয়দ পক্ষীয়রা এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রাজা জয়সিংহ, ইলাহাবাদের গভর্ণর রাজা চাবেলা রাম এবং মালবের নবনিযুক্ত গভর্ণর নিজামুলমুল্ক একযোগে মিলিত হইয়া সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান—করিতে পারেন। নিজামুলমুল্কের সম্বন্ধে আশঙ্কা অমূলক ছিল। কিন্তু অপর দুই জনের ফররোখশীয়র-প্রীতি যেরূপ প্রবল ছিল তাহাতে এরূপ আশঙ্কা পোষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁহারা আরও আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, খুব সম্ভব আগ্রাতেই এই বিপদের সূচনা হইবে এবং উক্ত দুর্গে নেকোশীয়র ও অন্য যে সব শাহজাদা বন্দী [illegible] মধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাহাকেও সম্রাট ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহীরা মস্তক উত্তোলন করিবে। তাই তাড়াতাড়ি সৈয়দ ভাগিনেয় গায়রাত খাঁকে আগ্রার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল। আর আগ্রা দুর্গের ভার গ্রহণ করার জন্য সমন্দর খাঁ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা আগ্রা পৌছানর পূর্ব্বেই নেকোশীয়রকে সম্রাট ঘোষণা করা হয়। তাঁহারা আগ্রা পৌছিয়া দেখিলেন—আগ্রার দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ।

এই বিদ্রোহের প্রধান হোতা ছিলেন মিত্র সেন নামক জনৈক নাগর ব্রাহ্মণ বা তেওয়ারী—ব্রাহ্মণ। মিত্র সেন এক্ষণে ৭০০০ হাজারী মণ সবদারী এবং রাজা বীরবল উপাধিসহ উজীরের পদ প্রাপ্ত হইলেন। দুর্গের ধনভাণ্ডার হইতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

এদিকে গায়রাত খাঁ আগ্রার এই বিদ্রোহের সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নূতন সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। দিল্লীতে এই সংবাদ পৌছা মাত্র রাজা ভীমসিংহ হাদার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অনেক শলাপরামর্শের পর স্থির হইল যে হোসেন আলী খাঁ নিজেই আগ্রা গিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবেন। এই সিদ্ধান্তের কথা পত্র লিখিয়া গয়রাত খাঁকে জ্ঞাপন করা হইল।

বিদ্রোহী দলে উপযুক্ত সেনাপতি বা কূটনীতিবিদ কেহই ছিলেন না। সেই জন্য নূতন শক্তি সঞ্চয় করার পূর্ব্বেই গয়রাত খাঁকে পর্য্যুদস্ত করার পরিবর্ত্তে বিদ্রোহীরা দুর্গের মধ্যে বসিয়া রহিল, বিদ্রোহ দুর্গের বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইল না। —রাজা জয়সিংহ অম্বর হইতে বহির্গত হইয়া ধাপে ধাপে টোডা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখান হইতে নিজামুলমুল্ক ও রাজা চাবেলারামের সংবাদের অপেক্ষা করিতে থাকেন। নিজামুলমুল্ক এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। আর চাবেলারাম জনৈক বিদ্রোহী জমিদারের দমনে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন। এই বিদ্রোহী জমিদার যাহাতে আত্ম সমর্পণ না করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যান তজ্জন্য তার নিকট সৈয়দ পক্ষ হইতে এক পত্র প্রেরিত হইল।

ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতাগণের ও মোহাম্মদ—আমীন খাঁ চীনের নিকট নেকোশীয়রের পত্র গিয়া পৌছাইল। উহাতে ফেররোখশীয়রের সিংহাসন চ্যুতি ও মৃত্যুর জন্য আর কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত না করিয়া হতভাগ্য ফেররোখশীয়রের ভাগ্যকেই দায়ী করা হইয়াছিল। আর বলা হইয়াছিল যে, সৈয়দরা যদি বশ্যতা স্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিহিংসাই গ্রহণ করা হইবে না; উপরন্তু তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। নেকোশীয়রকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করাই অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক, অতএব যুক্তিযুক্ত বলিয়া আবদুল্লাহ খাঁ মনে করিলেন। কিন্তু হোসেন আলী খাঁ আগ্রার এই বিদ্রোহকে তাঁর ব্যক্তিগত অপমান বলিয়া ধারণা করিলেন। কাজেকাজেই তিনি কোন —আপোষরফার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এ বিষয়ে কুতুবুলমুল্ক বাদানুবাদ করিলে হোসেন আলী খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"যদি আগ্রা দুর্গ লোহনির্ম্মিত ও সমুদ্রবেষ্টিতও হয় তাহা হইলে আমার অঙ্গুলির এক আঘাতে উহাকে এমনি চূর্ণ বিচূর্ণ—করিয়া দিব যে কয়েক মুষ্টি কর্দ্দম ও মৃত্তিকা ছাড়া তথায় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।"

রফিউদ্দরজাতের সিংহাসন ত্যাগ ও মৃত্যু

সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বেই রফিউদ্দরজাত ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তার সিংহাসনারোহণের পর যে হৈ চৈ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহাতে তাঁহার চিকিৎসারও কোন বন্দোবস্ত সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়ায় তিনি সৈয়দ ভ্রাতাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে, যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফিউদ্দৌলাকে তাঁর পরিবর্ত্তে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় তাহা হইলে তিনি শান্তির সহিত মরিতে পারেন। তাঁর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল (১৭ই রজব, ১১৩১ হিজরী ৪ঠা জুন, ১৭১৯ খৃঃ)। ২ দিন পর রফিউদ্দৌলার অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল। ২৪ শে রজব রফিউদ্দরজাত প্রাণত্যাগ করেন।—তাঁহাকে খাজা কুতুবুদ্দিনের মাজারের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। তিনি সর্ব্বসমেত তিন মাস নয় দিন রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

রফিউদ্দরজাতকে সিংহাসনে স্থাপন করার সময় হইতে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে বিরাট পরিবর্ত্তন—সাধিত হইল। তাঁহার পূর্ব্ব পর্যন্ত দেশ শাসনের চরম ক্ষমতা (Ultimate power) সম্রাটের হস্তেই নিহিত ছিল। দেশ শাসনের ভার যদিও তাঁহারা বহুক্ষেত্রেই উজির বা তাঁহাদের প্রিয়পাত্রদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে থাকিতেন, কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁহাদের নিজেদের হাতেই রাখিয়া দিতেন। প্রয়োজনবোধে বা ইচ্ছামাত্র তাঁহারা উজির পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। আর তাঁহাদের চলাফেরা, গমনাগমন বা প্রাসাদের উপর তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের দর্শনলাভ হইতে কোন লোককে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিত না। কিন্তু রফিউদ্দরজাতের আমলে সব কিছুর আমূল পরিবর্ত্তন হইল। প্রথমতঃ প্রাসাদ রক্ষার জন্য সৈয়দ ভ্রাতারা নিজেদের লোক নিযুক্ত করিলেন। প্রাসাদের মধ্যে—অবস্থিত সম্রাটের খাশ দফতরগুলিতেও তাঁহাদের নিজেদের লোক নিযুক্ত হইল। বস্তুতঃ এই নব সম্রাটের স্বাধীনতা বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না। মাত্র ৩ বার ছাড়া তিনি প্রাসাদের বাহিরে আসিতে পারেন নাই। এমন কি ইহাও কথিত আছে যে, তাঁহার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হিম্মত খাঁ নামক জনৈক বারহা সৈয়দের অনুমতি ছাড়া তাঁহার খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হইত না। বস্তুতঃ তিনি স্বীয় প্রাসাদে নজরবন্দী স্বরূপই বাস করিতেন।

স ং বা দ

—মুফাখখারুল ইসলাম

নবীন যুগের হে মূসা কলীম, চাহিয়া তোমার পথে
ইসরাঈলেরা দিন গণিতেছে ফেরাউনী জুলমতে।
তাদের কাঁদনে খোদার আরশ মুহু মুহু কেঁপে ওঠে,
তবু কি তোমার নয়ন হইতে ঘুমের নেশা না টোটে?
তবু কি এখনো পালায়ে বেড়াবে সিদিয়ান মাঠে মাঠে?
মিসরে এদিকে কওমের তব দিন যে আর না কাটে!
ভুলেছ কি তুমি ভাই বেরাদর আত্ম এগানা সব?
কানে কি পশে না মজলুমদের কাতরানী কলরব?
আপনারে নিয়ে স্বার্থসিদ্ধ রহিবে কি চিরদিন?
পরিশোধ তুমি করিবে না তব কওমের মহাঋণ?
তারা যে বড়ই অসহায়—বড় জাহেলীতে ভরা মন,
কত মুসীবতে মুবতালা হয়ে চলে তারা অনু'খন।

www.ahlehadeethbd.org

হয়তো তাহারে অজ্ঞাতে এসে তব পথ চেয়ে রয়;
না ঈমীদ তুমি করিবে তাদের এমনি জীবন ময়?

তোমারে চাহিয়া জ্ব'লে পু'ড়ে গেল কত কুহিতূর-বন,
তবু যে তোমার চোখ ফিরিল না—টলিল না তব মন!
মুক্তি পথের সম্মুখে ফোঁসে বালা মুসীবত শত—
নীল দরিয়ার উত্তাল ঢেউ ফেনায়িত উদ্ধত;
কোথায় তোমার আজদাহা আছা, ছাড়ো নাই আজো কেনে?
ছাড়ো—ছাড়ো ত্বরা! খোদার হুকুম শির পেতে নাও মেনে!
মুক্তির পথ হয় যদি কভু বিয়াবান, তবু তায়
আল্লার খাস রহম নামে যে মান্না ও সালোয়ায়!

দগ্ধ তুরের সুর্মা লাগাও তোমার নয়ন ঘিরে,
আছার আঘাতে পথ বের করো নীল দরিয়ার নীরে।
অন্তর জ্ব'লে নয়নের তলে জমেছে যে লোনাপানি,
তার চেয়ে ওই নীল নদী কভু বড় নহে—মোরা জানি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া অন্তর কত খাক হয়ে গেল, তবু
হল্কা তাহার বাহিরে এল না অন্তর ভেদি' কভু।
ফুৎকার দাও—ফুৎকার দাও---ফুৎকার দাও ওগো,
সবুজ কুঞ্জে আগুন লাগুক---হোক খুন ডগোমগো!
সেই খুন দিয়ে স্নান ক'রে নিক ক্লিন্ন এ অমারাত,
রক্তোচ্ছল পথের প্রান্তে দাঁড়াক সুপ্রভাত!

আবার তোমার চরণের ঘায় আকাশের তারাদল
ছায়া পথ 'পরে বিচূর্ণ হয়ে হোক প্রাণ-চঞ্চল!
জোর কদমের ধমকে হউক গগনে উল্কাপাত;
কাল পুরুষের ভীম দেহ তব ভয়ে হোক চিৎপাত!

তোমার নয়ন অশ্রু ঝরাবে ফুলফসলের লাগি',
তোমার হৃদয় ঘুম ভেঙে রবে অনন্ত কাল জাগি'।
তুমি জানিয়াছ নও-বাহারের গুল-বুস্তার খোঁজ,
তোমার পরাণে ভিড় ক'রে আছে অনন্ত নওরোজ!
তোমার কাল্‌বে কল্লোল তোলে প্রাণধারা বেশুমার,
খেজুর শাখার গান আনিয়াছ নারঙ্গীবন-পাড়।

www.ahlehadeethbd.org

আব-কউসর তীর হতে হাওয়া বয়ে আনে তব শ্বাস,
আতর দুলায়ে যায় নাসা-পথে জান্নাতী গুল-বাস।

তুমি যে আনিবে সাহারার বুকে জাইতুন বন ছায়া—
বুলবুল-ঠোঁটে আনারের গীতি আঙুরের রস মায়া।
আনন-প্রভায় তুমি যে দূরিবে ক্লিন্ন এ অমারাত,
রক্তোচ্ছল পথের প্রান্তে আনিবে সুপ্রভাত!

মহাকবি ইক্বালের ইছ্লামী দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদ্‌ভী।

ভারত উপমহাদেশের দশকোটি সুপ্ত মুছলমান যাঁহার তক্বীর ধ্বনিতে নিদ্ ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার তেজদীপ্ত অভয় বাণীতে আত্মবিস্মৃত মুছলিম জাতি পুনঃ আত্মচেতনা লাভ করিয়াছে, যাঁহার অমর কাব্যের বলদৃপ্ত সুর ঝঙ্কারের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন পথিকের দল এক কাফেলায় আসিয়া সমবেত হইয়াছে এবং যাঁহার ব্যাখ্যাকৃত ইছলামের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় সেই মহান জাতীয় কবিকে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ আজও সম্যক্‌ভাবে চিনিতে পারেন নাই অথবা চিনিবার চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথ কিম্বা নজরুল ইছলামের তুলনা চলিতে পারে না। কারণ তাঁহার আসন স্বতন্ত্র ও অনুপম এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। তাঁহার লক্ষস্থল সুনির্দিষ্ট, চলার পথ সুনির্ধারিত, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক, কাব্য ঝঙ্কার আলাহিদা।

ইহা অদৃষ্টের পরিহাস যে, আমরা তাঁহাকে জাতীয় কবি রূপে ঘোষণা করিতে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু তাঁহাকে সঠিকভাবে বুঝিবার এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার আসল রূপ যেদিন পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে এবং আমরা তাঁহাকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব সেই দিনই তাঁহাকে জাতীয় কবি রূপে বরণ করা আমাদের সার্থক হইবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তাঁহার সত্য স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত ও তরুণ দলের নিকট হয়ত তাঁহার ভাগ্যে বিরূপ সম্বর্ধনাই—মিলিবে! আজ কাল ইছলামী রীতি নীতি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে গেলে, এমন কি নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত সম্বন্ধে তাকিদ দিতে গেলেও যখন কথায় কথায় 'কাঠমোল্লা', 'গোড়া' 'সেকেলে' ইত্যাদি উপাধিগুলি লাভ করিতে হয়, তখন এই গুলির মহিমাকীর্তনকারী খাঁটি ইছলামী দৃষ্টি সম্পন্ন কবির ভাগ্যে যে কি ঘটিতে পারে তাহা—সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইকবালের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় মহা পণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষুরধার লেখনী আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী দলের অন্ধ পাশ্চাত্য প্রীতি ও গোড়ামির মূলে আঘাত হানিতেও পারে এই আশায় এবং ভরসায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা করিব। তাঁহার কাব্য বাগিচা হইতে অতি অল্প সংখ্যক কুসুম চয়নপূর্বক প্রিয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব এবং আমি স্বয়ং যেভা[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপলব্ধি করিয়াছি সেই ভাবেই বর্ণনার প্রয়াস—পাইব।

ইকবালের নিকট মানব জীবনের সাফল্য ও পৃথিবীর সু-এন্‌তেযাম ও সুশৃঙ্খলা নির্ভর করে এক-মাত্র খুদি বা আমিত্বের (Ego) প্রতিষ্ঠার উপর।—নিজেকে ফানা করিয়া দিয়া কিম্বা জগতের কাছে স্বীয় আত্মাকে অতি নগন্য, হেয় ও ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ করিয়া উহা কস্মিনকালে সম্ভবপর নয়।

ইকবাল বলেন—

پیکر هستی زآثار خودی است
هرچه می بینی زاسرار خودی است -

অস্তিত্বের এ কলেবর আমিত্বেরি ফল।
যা কিছু সব—আমিত্বের গূঢ় রহস্য বল্।

ইকবাল আমিত্বের প্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা ফেরআউন বা নমরুদের প্রতিষ্ঠা নয়। তাঁহার নিকট প্রেম ও মহব্বত ব্যতীত আমিত্বের দৃঢ়তা সাধিত হয় না এবং যে আমিত্বে অকৃত্রিম ভাল-বাসা ও আত্ম নিবেদন নাই তাহা কখনও মজবুত ও স্থায়ী হইতে পারেনা।

তাই তিনি বলেন—

از محبت می شود پائنده تر
زنده تر سو زنده تر تابنده تر -

প্রেমের দ্বারা আমিত্ব হয় সবল দৃঢ়তর ;
সজীবতর, জলন্ততর আর উজ্জ্বলতর।

ইকবালের প্রেম কি? এবং কেইবা তাঁহার প্রেমাস্পদ?— কবি বলেন,

عاشقی آموز و محبوبے طلب
چشم نوحے قلب ایوبے طلب -
هست معشوقے نهان اندر دلت
چشم اگر داری بیا بنمائمت -

শিক্ষা করো প্রেম করা আর প্রিয়ার করো অন্বেষণ,
নুহের দৃষ্টি তলব করো, আইউবী দিল চাও আপন।
দিলের মাঝে লুকিয়ে আছে তোমারই যে প্রাণপ্রতীম
দৃষ্টি যদি থাকে এসো, দেখিয়ে দিব তাহার চিন।

কে এই প্রিয়তম? ইকবাল পরিষ্কারভাবে—মুছলমানের প্রিয়তমের নাম ঘোষণা করিতেছেন—

دردل مسلم مقام مصطفے است
آبروے ما زنام مصطفے است -
طور موجے ازغبار خانه اش
کعبه را بیت الحرام کاشانه اش -

মুছলমানের দিল হইল মোহাম্মদ মোছ্‌তফার ধাম,
মোদের সকল মান ইজ্জত সবের মূলে তাঁহার নাম
তাহার ঘরের ধূলিকণার তরঙ্গেরি তূর পাহাড়,
কাবার হেরেমখানা হলো তাহার কুটীর দ্বার।

আমিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেমের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইল এবং প্রেমাস্পদও নির্দিষ্ট হইল, এখন কোন পথে ও কি উপায়ে উহার সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব তাহা জানা আবশ্যক। কবির মতে আমিত্বের—বিকাশের যে পথ উহার ৩টি মনজিল। এই মন্‌জিল-ত্রয় অতিক্রম করিয়া তবে মনজিল মকছেদে—পৌছিতে হইবে।

১ম মনজিল—এতা'আত ব বশ্যতা স্বীকার

প্রিয়তম প্রদর্শিত একটা সুনির্ধারিত আইন কানুনের নিকট মাথা নত করিয়া আন্তরিকভাবে তাঁহার অনুসরণ করার নাম এতা'আত। এই এতা'আতের স্বরূপ কি? ইকবাল বলেন, এতা'আতের জন্য পরিশ্রম স্বীকার, কষ্ট ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন প্রয়োজন। এ বিষয়ে উটের মত—স্বভাব সম্পন্ন হইতে হইবে এবং কোন প্রকার ওজর আপত্তি না তুলিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রভুর আদেশ তামিল করিয়া যাইতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত আইন—কানুন ও নিয়ম শৃঙ্খল মানিয়া চলা অপরিহার্য। আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিরাজ্যে সর্বত্রই এই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। আকাশ ও উহার চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি পৃথিবী ও উহার গাছ বৃক্ষ, নদীনালা, পাখী, পশু সব কিছুই এক বাঁধা ধরা নিয়মের অধীন চলিতেছে। আল্লাহর প্রতিনিধি ও সেরাসৃষ্টি রূপে মানুষদিগকে এই সমস্তই বশীভূত করার মত শক্তি তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে দেওয়া হইয়াছে। এই শক্তিকে

www.ahlehadeethbd.org

স্ফুরিত করিয়া আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত আপন আধিপত্য কায়েম করিতে হইলে আগে নিজেদের জীবনকেই নিয়মের অধীন সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইবে। বিশ্বপ্রভু আল্লাহর নির্ধারিত এই নিয়ম মানিয়া চলার নামই এতা'আত বা বশ্যতা-স্বীকার। কবি এই ভাবটিকেই সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নোধৃত কবিতায়—

خدمت و محنت شعار اشتر است
صبر و استقلال کار اشتر است —
تو هم از بار فرائض سر متاب
برخوری از عنده حسن المآب —
هر که تسخیر مه و پروین کند
خویش را زنجیری آئین کند —

উটের স্বভাব হলো সেবা এবং কষ্ট করা,
বিপদ কালে ছবর করা আর ধৈর্য ধরা।
তুমিও স্বীয় ফরজ হতে ফিরাইওনা মুখ,
প্রভুর কাছে শেষে তুমি পাবে অশেষ সুখ।
চাঁদ তারাকে বশ করিতে হইবে ধরায় যাকে,
এক আইনের শিকল আগে পরতে হবেই তাকে।

অন্যত্র তিনি বলেন—

هر که بر خود نیست فرمانش روان
می شود فرمان پذیر از دیگران —

নিজের হুকুম চল্‌বে নাক যাহার, নিজের পর;
করবে তামিল পরের হুকুম, সে এ ধরার 'পর?

নিয়ম শৃঙ্খলার প্রথম মনজিল অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় মন্‌জিলে আসিতে হইবে।

দ্বিতীয় মনজিলের নাম ضبط نفس বা আত্মসংযম

এই আত্মসংযম কোথায় এবং কি ভাবে শিখিতে হইবে? ইকবালের মতে ৫টি জিনিষের ভিতর মুছলমান আত্মসংযমের পাঠ গ্রহণ করিবে। আর এই গুলিই হইল ইছলামের পঞ্চস্তম্ভ।

প্রথম, ঈমান বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। ইহা করিতে পারিলেই তাহার অন্তর অন্য সব কিছুর ভীতি হইতে মুক্ত হইবে এবং সেই মুক্ত হৃদয় লইয়া একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর সুনির্ধারিত এবাদৎগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে আর এই প্রত্যেকটি এবাদৎ তাঁহাকে আত্মসংযমের সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করিয়া তৃতীয় মনজিল তক পৌঁছাইয়া দিবে। ইকবাল দ্বিতীয় মনজিলের এই ঈমান এবং ইবাদৎগুলি সম্বন্ধে কি বলেন তাহা গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ করা আবশ্যক।

(১) বিশ্বাস ও উহার নতিজা—

تا عصائے لا اله داری بدست
هر طلسم خوف را خواهی شکست —

লা ইলাহা'র লাঠি যদি তোমার হাতে রয়,
ভাঙ্‌বে তুমি সহজে সব তেলেছমাতের ভয়।

هر که حق باشد چو جان اندر تنش
خم نگردد پیش باطل گردنش —

সত্য যদি প্রাণের মত দেহের ভিতর রয়,
কভু অসত্যের সামনে মাথা নত নাহি হয়।

خوف را در سینهٔ او راه نیست
خاطرش مرعوب غیرالله نیست —

ঢুক্‌তে বুকে ভয়-ভীতি তার পায়না যে পথ আর,
আল্লা ছাড়া সাম্‌নে কারো দিল কাঁপেনা তার।

می کند از ما سوا قطع نظر
می نهد ساطور بر حلق پسر —

পড়ে নাক তাহার নজর কোনই মায়ায়, ছলে,
নির্ভয়ে সে চালায় ছুরি নিজের ছেলের গলে।

(২) নামাজ—

لا اله باشد صدف گوهر نماز
قلب مسلم را حج اصغر نماز —

লা ইলাহা ঝিনুক এবং নামাজ মুক্তা তার,
মোমিন দিলে নামাজ হলো ছোট হজ্জ এক আর।

(৩) রোজা—

روزه بر جوع و عطش شبخون زند
خیبر تن پروری را بشکند —

হামলা করে রোজা মোদের ভুখ পিয়াসার পর
দেয় ভাঙ্গিয়া উদর-সেবার [illegible] সে 'খয়বর'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪) হজ্ব—

مومناں را فطرت آموز است حج
ہجرت آموز و وطن سوز است حج –

হজ্ব পরিচয় প্রকৃতিরই করায় মোমিনদের,
দেয় সে ছবক ভিটা ভাঙ্গার এবং হিজ্বরতের।

(৫) যাকাত—

حب دنیا را فنا سازد زکوٰۃ
ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ –

অর্থ-লোভ ও ধন-লালসা ধ্বংস ক'রে দেয় যাকাত,
সাম্য-অনুরাগ বাড়ায়ে দেয় আমাদের এই যাকাত।

৩য় মন্‌যিল ঃ نیابت الہی আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব!

মুছলমানকে পূর্ণ আত্ম সমর্পন এবং সংযমের সাধনার পর এই ৩য় মনজিলে পৌঁছিতে হইবে এবং এইখানেই মুছলিম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময়—দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত হইবে। এই মনজিলে তাহার স্বরূপ এবং যোগ্যতার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

نائب حق ہمچو جان عالم است
ہستیٔ او ظل اسم اعظم است –

ধরার পরে খোদার নায়েব, সারা ধরার প্রাণস্বরূপ,
হেথায় তাহার হাস্তি যে 'ইছমে-আযম' ছায়া স্বরূপ।

از رموز جزو کل آگہ بود
درجہاں قائم بامراللہ بود –

ক্ষুদ্র বৃহৎ সব কিছুরই রহস্য ভেদ করবে সে,
জগত মাঝে প্রভুর কাজে অটল হয়ে থাক্‌বে সে।

نوع انساں را بشیر و ہم نذیر
ہم سپاہی ہم سپہگر ہم امیر –

মানব জাতির তরে হলো 'বশির, নযির' সে মুছলিম,
খোদ সিপাহী, সেনাপতি, স্বয়ং আমীর সে মুছলিম।

আমিত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার বিকাশের পথ ও মনযিলগুলির পরিচয় প্রদান করা হইল। কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনকে সুন্দর এবং পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলাবিধান ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য এই আমিত্বগুলির পৃথক পৃথক বিকাশই যথেষ্ট নয়, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। একতাই জামাতী জীবনের শক্তি আর বিচ্ছিন্নতাই মরণ। কবি বর্তমান মুছলমান সমাজের বিভেদের মরণ-চিহ্নগুলি দেখিয়া অন্তরে কি বেদনাই না অনুভব করিয়াছেন।

ইকবালের নিকট জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তিগত জীবন ধারণ অসম্ভব। এই বিচ্ছিন্নতা জাতীয় জীবনে যে কি অভিশাপ ডাকিয়া আনে কবি তাহা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—নিম্নোধৃত পঙ্‌তি কয়টিতে :—

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ
ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے –

গ্রীষ্মে গাছের যে শাখাটী পড়লো ভেঙ্গে তলে,
অসম্ভব তার সবুজ হওয়া, বসন্ত বাদলে।

ہے لازوال عہد خزاں اسکے واسطے،
کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ وبار سے –

গ্রীষ্ম তাহার ভাগ্যে লিখা রইবে চিরদিন,
পাতা এবং ফলের কোনই থাক্‌বেনাক চিন।

ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور
خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے –

গ্রীষ্ম-ঋতু ফুল বাগানে তোমার এলো মালী,
ফুলের স্বর্ণ-রেণু হ'তে ফুলের পকেট খালি

جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور
رخصت ہوئے ترے شجر سایہ دار سے –

যে পাখীরা পাতার আড়ে গাইত মধুর গান,
তারাও তাহার ছায়া হ'তে করিল প্রস্থান।

কবি এই বিচ্ছিন্নতার জন্য বিলাপ করিয়া—বলিতেছেন—

جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے
ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے –

মর্‌ছি জ্ব'লে, কোনও রূপে শান্তি আমার
ভাগ্যে নাই,
গঙ্গা-সাগর! তোমার জলে ডুবিয়ে মোরে
দাও গো ঠাঁই।

سرزمیں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے
وصل کیسا یاں تو اک قرب فراق آمیز ہے –

www.ahlehadeethbd.org

কি ভয়ানক প্রতারণা নিজের দেশের মৃত্তিকায়!
মিলন কোথায়? নৈকট্যেও বিরহেরি আমেজ হায়!

بدلے یک رنگی کے یہ نا آشنائی ہے غضب !
ایک ہی خرمن کے دانوں میں
جدائی ہے غضب !

একই রংএ রঙ্গার স্থলে বিচ্ছিন্নতা হায় কপাল!
এক খামারের শস্য দানায় বিভিন্নতা হায়, কপাল!

جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں
اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں —

ইহার ফুলে বয়নি কভু ভ্রাতৃ বোধের বাতাস বান,
এ ফুল বাগে গায়নি কেহ নরম সুরে করুণ গান।

কিন্তু ইকবাল দুঃখবাদী (pessimist) ছিলেন না। মুসলমানদের বর্ত্তমান অনৈক্য, বিভেদ ও দুর্বলতার জন্য বিলাপ করিলেও তিনি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মুছলমান চিরদিন এইরূপ বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও দুর্বল হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের সম্মুখে বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, সে দায়িত্ব তাহাদিগকে পালন করিতে হইবেই। এই জন্য কবি তাহাদিগকে অনৈক্যের পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া জাতীয় ঐক্য ও মিল্লতের সংহতি বজায় রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। গ্রীষ্মের আগমনে তাহাদের যে শক্তি লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তিনি আশা করেন, তাহা পুনরায় বসন্তের শুভাগমনে অবশ্য জাগরিত হইবে।

شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو
نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے —

বৃক্ষ-চ্যুত শাখা হ'তেই শিক্ষা তুমি লও,
রীতি নীতি এই দুনিয়ার অবগত নও।

ملت کے ساتھ رابطۂ استوار رکھ
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ —

জাতির সঙ্গে নিজের বাঁধন শক্ত করে রাখো,
বসন্তেরি আশায় তুমি বৃক্ষ সাথেই থাকো।

বর্ত্তমান জড় সভ্যতা ও উহার বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে যেরূপ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের গহবরে টানিয়া লইতেছে এবং মুসলমানগণ এই বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া যেভাবে আপনার ধ্বংসকেই ডাকিয়া আনিতেছে তিনি যেন দিব্যচক্ষে উহা দেখিতে পাইয়াছেন। তাই তিনি তাহাদের সম্মুখে নিপুণ হস্তে এই সভ্যতার স্বরূপ অঙ্কিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং মুছলমানদিগকে এই পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নবী প্রদর্শিত উজ্জল পথের দিকেই আহবান করিয়াছেন।

এই সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

حرارت ہے بلا کی بادۂ تہذیب حاضر میں
بھڑک اٹھا بھبھوکا بن کے مسلم کا تن خاکی —

গরমী কত! বর্ত্তমানের সভ্যতার এই মদিরায়,
মুছলমানের মাটীর দেহ উদ্বেলিত ফেনের প্রায়।

کیا ذرہ کو جگنو دے کے تاب مستعار اس نے
کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی —

বালির কণা জোনাকী হয় ধার করা এই রৌশনীতে,
দেখো কত দুষ্টুমী এই জ্যোতির আকর সূর্য্যতে!

نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے
یہ رعنائی' یہ بیداری' یہ آزادی' یہ بے باکی -

যুবক দলের স্বভাব পেল নতুন ধারা চাল চলন,
স্বাধীনতা সাহস বাবুগিরি এবং জাগরণ।

تغیر آگیا ایسا تدبر میں تخیل میں
ہنسی سمجھی گئی گلشن میں
غنچوں کی جگر چاکی —

পরিবর্ত্তন এলো তাদের চিন্তা, বিচার মাঝে,
ফুল-কলিদের বুক-ফাটাকে ভাবছে হাসি বাজে।

کیا گم تازہ پروازوں نے اپنا آشیاں لیکن
مناظر دلکشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی —

উড়তে শি'খে নতুন পাখী হারাইল নিজ নীড়,
নিত্য নতুন দৃশ্য যাদুর করলো চোখে ভীড়।

حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا
رقابت' خود کشی' ناشکیبائی' ہوسناکی —

নতুন জীবন আনলো সাথে কতই মজার চীজ,
আত্মহত্যা, রেষারেষি, লোভ, অধৈর্য্যের বীজ।

فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی
مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کہنہ ادراکی -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নতুন মোমের বাতির আলোয় উজ্জল সভা দেখে,
মোর পুরাতন অভিজ্ঞতা বল্‌লো পতঙ্গকে।

تو اے پروانہ ایں گرمی زشمع محفلے داری
چو من در آتش خود سوز اگر سوز درون داری۔
(فیضی)

হে পতঙ্গ! সভার চেরাগ হতে লওয়া
এ তাপ তোমার,
নিজ আগুনে জ্বলো, যদি গুপ্ত আগুন
রয় সে হিয়ার।

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম অবদান وطنیت বা স্বাদেশিকতা। এই ভৌগলিক জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, বিভেদের প্রাচীর খাড়া করিয়া পরস্পরের ভিতর রেষারেষি ও হিংসা বিদ্বেষ ছড়াইতেছে, সবল দুর্বলকে উৎপীড়ন ও শোষণ করিয়া নিজেকে সবলতর করিতে চাহিতেছে এবং অবশেষে দুনিয়াময় অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিতেছে। ইছলামের জাতীয়তায় এই স্বাদেশিকতার কোন স্থান নাই, উহা ভৌগলিক সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া তৌহিদের ভিত্তির উপর মানবত্বের অখণ্ড জাতীয়তার সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছে। ইকবাল মুসলমানদিগকে তাই এই ভ্রান্ত ভৌগলিক জাতীয়তার পরিণাম বুঝাইয়া দিয়া—মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) প্রদর্শিত অখণ্ড দ্বীনি জাতীয়তার পানেই আহবান করিয়াছেন:

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور
ساقی نے بنائی روش لطف وستم اور۔

নতুন যুগে নতুন শরাব, নতুন শরাব জাম,
নব পীড়ন তোষণ নীতি হলো ছাকীর কাম।

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور۔

সভ্যতারি 'আযর' ঠাকুর, গড়লো ঠাকুর নব,
মোছলমানও করলো খাড়া স্বীয় হেরেম নব।

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیراھن اسکا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔

এই দেবতাগণের মাঝে দেশ দেবতাই সেরা,
মিল্লতেরি কাফন হলো এদের জামা ছেঁড়া।

یہ بت کہ تراشیدۂ تہذیب نوی ہے
غارتگر کاشانۂ دین نبوی ہے۔

নব সভ্যতা করলো খাড়া এই প্রতীমা খাসা,
ভেঙ্গে দিতে নবীর দ্বীনের একমাত্র বাসা।

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے۔

তোমার বাহু তৌহিদেরি বলে বলীয়ান,
মোহাম্মদী ইছলামই যে তোমার স্বদেশ স্থান।

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی
رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔

সীমার মাঝে বদ্ধ হওয়ার ফল যে ধ্বংস-লীলা,
মৎস সম স্বাধীন ভাবে সমুদ্রে করো খেলা।

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔

রাজনীতির পরিভাষায় এক অর্থ হয়,
নবী বচনে এই স্বদেশের অন্য অর্থ হয়।

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔

সৃষ্টি হলো জাতির মাঝে এ'তেই রেষারেষি,
তেজারতী শিকার ধরাই লক্ষ্য ইহার বেশী।

خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔

রাজনীতি ত সত্য শূন্য হলো ইহার দ্বারা,
দুর্ব্বলেরি ঘর ভেঙ্গে দেয় ইহার নীতি ধারা।

اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔

খোদার সৃষ্টি ভাগ হয়ে যায় হাজার গোঠে দলে,
ইছলামেরি জাতীয়তার জড় কাটে এর ফলে।

বর্ত্তমান সভ্যতার ছোঁয়াচে ও পাশ্চাত্য নারীদের অন্ধ অনুকরণে আমাদের মুছলিম মেয়েদের ভিতর যে লক্ষভ্রষ্টতা ও বেহায়াপনা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহারা যে ভাবে স্বাভাবি-

www.ahlehadeethbd.org

কতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে তাহা ইছলাম-অনুরাগী ইকবালকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দিয়াছে। তিনি আন্তরিক বেদনায় ব্যথিত চিত্তে বিদ্রূপের কষাঘাতে তাহাদের আত্ম-সম্বিৎ ফিরাইয়া আনার ও আত্মচেতনা জাগরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی
ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ

আজকাল যে মেয়েরা সব নিচ্ছে ছবক ইংরেজির,
রাস্তা খুঁজে নিল সমাজ, স্বীয় ভাগ্য উন্নতির।

روش مغربی ہے مد نظر
طرز مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔

পশ্চিমেরি চলন শিখা লক্ষ্য হলো তাদের আজ,
পূর্ব্ব দেশের নিয়ম কানুন তাদের চোখে
গোনার কাজ।

یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔

এই 'ড্রামা' ইহার পরে কি দেখায়ে আর যে 'সিন',
পর্দা উঠার পানেই এখন বদ্ধ সবার নজর ক্ষীণ।

شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں
مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہوگئے۔

শেখজিও ত পর্দা করার পক্ষপাতী এখন নয়,
কলেজ ছাত্র-বৃন্দ বৃথায় কেন অবিশ্বাসী হয়।

وعظ میں فرمادیا کل آپ نے یہ صاف صاف
پردہ اخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہوگئے۔

কাল্‌কে তিনি ওয়ায-মাঝে ফর্‌মাইলেন পরিষ্কার,
পুরুষ যখন মেয়ে হলো পর্দা এখন সঙ্গে কার।

উকি-সিনেমা

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম নীতি-বিধ্বংসী শিল্প—সিনেমা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের মানসলোকে নীতিহীনতার বীজ ঢুকাইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজ দেহটিকে যেরূপ অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে সে সম্বন্ধেও কবি ও সমাজসংস্কারক ইকবাল সাবধান বাণী উচ্চারণ না করিয়া পারেন নাই :

وہی بت فروشی و ہی بت گری ہے
سنیما ہے یا صنعت آذری ہے۔

ঠাকুর গড়া, ঠাকুর বেচার সেই পুরাতন কাজ,
'সিনেমা' নয়, 'আযরেরি,' ঠাকুর গড়ার সাজ।

وہ صنعت نہ تھی شیوۂ کافری تھا
یہ صنعت نہیں شیوۂ ساحری ہے۔

শিল্প উহা ছিল নাকো, ছিল বৃত্তি কাফেরির,
ইহাও শিল্প নহে, বৃত্তি যাদুগিরি-ছাহেরির।

শরীয়ত্ ও তরীকত্

মূল—
আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।

অনুবাদ—
মোহাম্মদ ফিল্লুর রহমান আনছারী।

শরীয়ত এবং তরীকতের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা বশতঃ মুছলমানগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে বেশীরকম বাড়াবাড়ি ও গোড়ামী প্রসার লাভ করিতেছে। অধিকাংশ গণ্ডমূর্খের ধারণা এই যে, শরীয়ত হইতেছে যাহেরী বস্তু এবং উহা স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন মুছলমানগণেরই অনুসরণীয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক তরীকতপন্থী ভণ্ডের দল পবিত্র শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধ মান্য না করিয়াই মা'রেফতের দাবী করতঃ নামাজ, রোজা এবং ইছলামের অন্যান্য অপরিহার্য্য অঙ্গ ও চিহ্নগুলিকেও তাহারা জওয়াব দিয়া বসিয়াছে। উক্ত মূর্খের দল অর্থ ও মতলব না বুঝিয়াই বলিয়া বসে,

نہ رکھ روزہ نہ مر ہوکا نہ جا مسجد
نہ دے سجدہ
وضو کا توڑ دے کوزا شراب شرق پیتا جا۔

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থা "রোজা রাখিয়া ভুখা মরিওনা, মছজিদে গিয়া ছেজদাও দিওনা, অজুর পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শুধু প্রেম মদিরা পান করিতে থাক।" অন্য দিকে কোন কোন আহ্‌লে শরীয়ত তরীকত এবং তছওওফকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া মনে করে প্রচলিত নামায যাহা আমরা উল্টা সিধা যেন তেন প্রকারেণ সমাধা করিয়া থাকি, এই অন্তসার শূন্য উদ্দেশ্যবিহীন নামাযই একমাত্র আসল ইসলাম এবং ইহাই রছুলে আকরম (দঃ) এর শিক্ষার সার। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে উভয় দলের ধারণাই নিঃসন্দেহে ভ্রান্তিপূর্ণ প্রতিপন্ন হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার—নিরসন কল্পে বক্ষমান প্রবন্ধে শরীয়ত ও তরীকতের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক—যাহা স্বয়ং হজরত পয়গম্বর (দঃ) জানাইয়া দিয়াছেন, আমি তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু মুশকিল এই যে তরীকত এবং তছওওফ, বড়ই জটিল বিষয় যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

فن التصوف ما ادق بيانه
متحير فيه الامام الرازى -

অর্থাৎ তছওফ এমন একটী সূক্ষ্ম বিষয় যে, ইহার ব্যাখ্যা করিতে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ট দার্শনিক আল্লামা ইমাম রাযীও হয়রান এবং পেরেশান হইয়া পড়িয়াছেন। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী বোযর্গানে-দীন এবং শরীয়ত ও তরীকতের তত্ত্বদর্শী শ্রেষ্ঠ ওলামা ও মহামান্য ইমামগণের কিতাব সমূহ হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে নকল করিয়া উহার সরল ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি মাত্র। এই মছআলার মূল ভিত্তি হইতেছে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ্ মুছলিমে বর্ণিত জিবরাইল আলায়হেছ ছালামের হাদীছ, যাহা মেশ্‌কাত—শরীফের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে—

عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب الى
ان قال اخبرنى عن الاحسان قال ان تعبد الله
كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك -

অর্থাৎ "হজরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, একদিন আমরা হজরতের খেদমতে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একব্যক্তি মুছাফের বেশে অতিশুভ্র বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সেই পবিত্র দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈমান এবং ইছলাম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করার পর তিনি রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিলেন, ইহ্‌ছান কি বস্তু আমাকে বুঝাইয়া দিন। হুজুর ফরমাইলেন, ইহ্‌ছান হইল এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এইরূপ ভাবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখিতেছ, আর যদিই বা তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তিনি অবশ্য তোমাকে দেখিতেছেন।" অর্থাৎ যে কাম কর তাহা এমন একাগ্রতার সহিত এবং এই নিয়তে কর যে, আল্লাহ্ পাক যেন তোমার কর্ম্ম সমূহ দেখিতে পাইতেছেন।

প্রত্যেক কর্ম্মের দুইটী পথ আছে, একটী যাহের, আর একটী বাতেন। যাহের ঐ বস্তু যাহা হস্ত, পদ, ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নামায পড়িতে শারীরিক ক্রিয়া কলাপ, যথা হস্ত উত্তোলন, মস্তক অবনতকরণ, মুখে তকবীর ও তছবীহ ইত্যাদি উচ্চারণ—এ সমস্তই যাহেরী কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।

এই সকল যাহেরী কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই ফকীহ ও আলেমগণ নিয়ম পদ্ধতি বাৎলাইয়া থাকেন—অর্থাৎ মুখ এই দিকে কর, হাত এই রূপ বাঁধ, রুকু ও ছেজদা এই ভাবে কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি। নামাযের মধ্যে যাহা কিছু যাহেরী আহকাম আছে—তাহার শুদ্ধতা দেখিয়াই ওলামা ও ফোকাহা নামাযের সিদ্ধতার ফতোয়া দিয়া থাকেন। আর ইহাই ফকীহ ও আলেমগণের অধিকার (منصب) ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাতেনী কার্য্য ঐকান্তিকতা এবং নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার উক্ত কার্য্য সমাধাকালে মনোযোগ পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে আছে কিনা, ইহার উপর যেহেতু ওলামাগণের অবগতি নাই এই জন্য সে সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে এই হুকুম প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক কাজে নিয়ত নেক হওয়া আবশ্যক; সুতরাং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই বাতেনী অংশের সংশোধনের নামই তেছওওফ বা তরীকত।

এ সম্বন্ধে হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে—আল্‌ফেছানী তাঁহার মক্‌তুবাত ১ম জেল্‌দের ৩৬ নং মকতুবে ইরশাদ ফরমাইতেছেন,— "শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত, ইল্‌ম্‌, আমল ও ইখ্‌লাছ; যতক্ষণ এই তিন বস্তুর একত্র সমন্বয় না ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীয়তের পরিপূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। আর যখন উক্ত বস্তু সমূহের সমন্বয় দ্বারা পূর্ণ শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই খোদা তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জ্জনই হইতেছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড়—নে'মত। অতএব শরীয়ত পার্থিব ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারক এবং কোন উদ্দেশ্যই শরীয়ত ব্যতীত সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যে তরীকত ও হকীকতের সহিত ছুফিয়ায়ে কেরাম বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত উক্ত তরীকত ও হকীকত যুক্তভাবে শরীয়তের ৩য় বস্তু ইখলাছের পূর্ণতা সাধনের জন্য শরীয়তের খাদেম মাত্র। সুতরাং তরীকত ও হকীকত হাছিল করার মুখ্য উদ্দেশ্য শরীয়তের পূর্ণতা সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"

উক্ত মকৃতুবাতের ৮৪ নং মকতুবে হযরত মুজাদ্দেদ ছাহেব ফরমাইতেছেন—"মোট কথা শরীয়ত ও হকীকত প্রকৃত পক্ষে একই বস্তু, একটী হইতে অপরটি ভিন্ন নহে, পার্থক্য শুধু এজমাল ও তফছীলের, ইছতিদ্‌লাল এবং কাশ্‌ফের অর্থাৎ যাহা প্রকাশ্য শরীয়তের ইল্‌ম সমূহে স্থূলভাবে এবং যুক্তি প্রমাণ সহকারে পাওয়া যায় তাহাই তরীকতের পথে সূক্ষ্ম এবং সাক্ষাৎভাবে গোচরীভূত হয়। এক ব্যক্তি হযরত নক্‌শবন্দ, (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তছওওফ ও তরীকতের উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বলিলেন, ইজমালী মা'রেফত তফছীলী হইয়া যাওয়া অর্থাৎ শরীয়তে যে আধ্যাত্মিক অবস্থা সমূহকে স্থূল ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত ভাবে জ্ঞাত হওয়া; আর যে বিষয় বিচারবুদ্ধি ও কেতাবে বিধিবদ্ধ দলিলের দ্বারা বোঝা যায় তাহা অন্তরর্জগতে উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান বস্তুরূপে প্রতিফলিত হওয়া।"

ঐ জেল্‌দের ৪২ নং মকতুবে মুজাদ্দেদ ছাহেব ফরমাইতেছেন—"আল্লাহ ব্যাতিরেকে অন্য সব কিছুর প্রতি মানুষের আসক্তি দূরিভূত করার সব চাইতে বড় অস্ত্র এবং সহজতম উপায় হইল নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআছাল্লামের ছুন্নতের ইত্তেবা ও অনুসরণ করা"। অতঃপর হযরত মুজাদ্দেদ ছাহেব তাঁহার মকতুবাতের ২য় জিল্‌দের ১২ মকতুবে উলামা এবং ছুফীগণের কর্ম্ম বা আমলের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "উলামায়ে যাহেরগণের কর্ম্মাংশ হইল এই যে, তাঁহারা আকায়েদ এবং বিশ্বাস বিশুদ্ধ করার পর রছুলুল্লাহর (দঃ) হুকুম সমূহের নিষ্ঠার সহিত তাবেদারী করিয়া থাকেন এবং ছুফীয়ায়ে কেরামের রীতি হইল এই যে, তাঁহারা উলামায়ে যাহেরগণের কর্ম্মাংশ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ রকম অবস্থা ও ভাব-বিহ্বলতা তাঁহাদের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন। আর যাঁহারা উলামায়ে রাছেখীন অর্থাৎ ইল্‌মে শরীয়ত ও—মা'রেফাতের তত্ত্বদর্শী ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং পয়গম্বরগণের সত্যকার স্থলাভিষিক্ত তাঁহারা উলামায়ে যাহের এবং ছুফীয়ায়ে কেরাম উভয়ের কর্ম্মাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শরীয়তের যাহেরী আহকামের পূর্ণ নিয়মানুবর্ত্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে—আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতাও পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিয়া থাকেন।"

অনুরূপ ভাবেই হযরত মহবুবে ছুব্‌হানী ছৈয়দ আবদুল কাদের জীলানীও (রঃ) তাঁহার বিখ্যাত কেতাব ফতুহুল গায়েবের ৩৬ নং উক্তিতে ফরমাইতেছেন,— "আল্লাহর পবিত্র কিতাব এবং বিশুদ্ধ ছুন্নতকে নিজের পথ প্রদর্শক—ইমাম রূপে গ্রহণ কর, এবং উহা লইয়াই চিন্তা ও গবেষণা কর আর উক্ত দুই বস্তুর উপরই আমল করিয়া যাও, এদিক ওদিকের কাল্পনিক কথার গোলক ধাঁধায় পড়িয়া প্রতারিত হইওনা, আল্লাহ ফরমাইতেছেন—

(অবশিষ্টাংশ ৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব নবীর (দঃ) অমর বাণী

(রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য)

খাদেমুল ইছলাম

[আধুনিক সভ্যতা ও উহার বিশিষ্ট ভূষণ বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ যতই মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে ততই তাহার অন্তর হইতে দয়া ও মায়া, স্নেহ ও প্রীতি, প্রেম ও ভালবাসার উৎসগুলি শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, সে নিজের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ও সাক্ষাৎ লাভালাভ গুলিকেই বড় করিয়া দেখিতেছে আর আত্ম-সর্বস্ব জীবে পরিণত হইতেছে, এমন কি নিজ বংশের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন ও আপন পরিবারবর্গের প্রতিও মানুষ তাহাদের পারস্পরিক কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছে। এই স্বার্থবোধ ও আত্মসর্বস্বতা পারিবারিক বন্ধন ও রক্তের সম্পর্কগুলিকে ছিন্ন করিয়া সামাজিক শান্তি ও সৌহার্দের গোড়া কাটিয়া দিতেছে! অন্যদিকে মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শান্তির পথ-প্রদর্শক বিশ্ব নবী (দঃ) জগতের প্রকৃত শান্তি ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যের প্রথম সোপানরূপে আপনজনের প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের উপর অশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাই নিম্ন বর্ণিত হাদীছগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। (মেশ্‌কাতুল মাছাবিহ্ হইতে) —সহ-সম্পাদক]

১। হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন :— যে ইচ্ছা করে যে, তাহার উপার্জন বৃদ্ধি হউক এবং তাহার মৃত্যু বিলম্বে ঘটুক, সে যেন তাহার রক্তের বন্ধন অটুট রাখে। —বোখারী, মোছলেম।

١- عن انس قال قال رسول الله صلعم من احب ان ينبسط له فى رزقه و ينسا له فى اثره فليصل رحمه -

২। হজরত আমর-বিন-আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসুল (দঃ) বলিয়াছেন : আমার পিতার পরিবার অমুক অমুক আমার প্রতি প্রীতি-ভাবাপন্ন নহে। আমার বন্ধু হইতেছেন আল্লাহ্ এবং মো'মেনদের ভিতর ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু তাহাদের সহিত যে রক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা আমি সহৃদয়তার সহিত রক্ষা করিব। —বোখারী, মোছলেম।

٢- عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلعم يقول ان ال ابى فلان ليسوا لى باولياء انما ولى الله و صالح المؤمنين ولكن لهم رحم ابلها ببلالها -

---

(৪০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রছুল যাহা প্রদান করেন গ্রহণ কর এবং যাহা কিছু নিষেধ করেন তাহা হইতে দূরে অবস্থান কর। আল্লাকে ভয় কর নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীষণ শাস্তিদাতা, আল্লাহকে ভীতির চক্ষে দর্শন কর এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিওনা।" যদি কর তাহা হইলে উহার পরিণাম এই দাঁড়াইবে যে, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) যে বিধান সহ আগমন করিয়াছেন তাহার উপর আমল পরিত্যাগ পূর্বক নিজের তরফ হইতে বিদআত্ সমূহ আবিষ্কার করতঃ তাহার অনুসরণের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ; যেমন ঈছায়ীদের সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, তাহারা রুহবানিয়ত (رهبانيت) অর্থাৎ বৈরাগ্যের নূতন নিয়ম বাহির করিল যাহা তাহাদের কর্তব্য ছিলনা। অতঃপর খোদা তায়ালা নিজের রছুলকে বাতিল এবং অসত্য হইতে পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি নিজের খাহেশ বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছুই বলেন না বরং যাহা কিছু তাঁহার নিকট আমার তরফ হইতে প্রত্যাদেশ হয় তাহাই বলিয়া থাকেন। পুনঃ আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله -

হে নবী আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহর মুহব্বত ও ভালবাসার দাবী কর তবে আমার তাবেদারী কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন।

অতএব উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট রূপে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহর অনুরাগ ও ভালবাসা প্রাপ্তির এক মাত্র পথ পয়গম্বর (দঃ) এর প্রত্যেকটি কথা ও কাজের পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলা।

আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহা শেষ করিলে রহম (রক্ত-বন্ধন) দাঁড়াইয়া রহমানের (আল্লাহর) কটিদেশ ধরিল। তিনি (আল্লাহ) বলিলেন থাম, রহম বলিল ইঁহাই বন্ধন ছিন্নকারী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থীর (আশ্রয়) স্থান। আল্লাহ বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার বন্ধন যে রক্ষা করে, তাহার বন্ধন আমি রক্ষা করি; তোমার বন্ধন যে ছিন্ন করে, আমি তাহার বন্ধন ছিন্ন করি? রহম বলিল—হাঁ নিশ্চয়, হে প্রভু! তিনি বলিলেন – ইহা এইরূপ।

—বোখারী, মোছলেম।

৪। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন: রহমান হইতে রহমের উৎপত্তি। তজ্জন্যই আল্লাহ-পাক বলিয়াছেন—যে তোমার বন্ধন রাখে, আমিও তাহার বন্ধন রাখি এবং যে তোমার বন্ধন কর্তন করে, আমিও তাহার বন্ধন কর্ত্তন করি।

—বোখারী

৫। হযরত জননী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, রহম আরশের সঙ্গে ঝুলিয়া থাকিয়া বলিতেছে, যে আমার বন্ধন রাখে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে বন্ধন রাখেন এবং যে আমাকে কর্তন করিয়া ফেলে, তিনি তাহার সহিত বন্ধন কর্তন করিয়া ফেলেন।

—বোখারী, মোছলেম।

৬। জোবাইর বিন্ মোত্‌য়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, যে রক্তের বন্ধন কর্তন করে, সে বেহেশ্‌তে—যাইবেনা। —বোখারী, মোছলেম।

৭। হজরত এব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলাই মিলনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং একবার ছিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় যেব্যক্তি উহার সংযোগ স্থাপন করে সেই প্রকৃত বন্ধন-সংস্থাপক।

৩- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمٰن فقال مهٌ قالت هذا مقام العائذبك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك و اقطع من قطعك قالت بلى يارب قال فذاك -

৪- و عنه قال قال رسول الله صلعم الرحم شجنة من الرحمٰن فقال الله من وصلك وصلته و من قطعك قطعته -

৫- عن عايشة قالت قال رسول الله صلعم الرحم معلقة بالعرش تقول من و صلنى وصله الله و من قطعنى قطعه الله -

৬- عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلعم لايدخل الجنة قاطع -

৭- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلعم ليس الواصل بالمكافى و لكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه و صلها -

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

স্বদেশ ও বিদেশ

পাকিস্তান

পূর্ববঙ্গে গবর্ণর সম্মেলন,

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেঘনা নদীর বক্ষে সুসজ্জিত 'মেরী এণ্ডারসন' হাউস বোটে গবর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্ণরগণ এক "ঐতিহাসিক" সম্মেলনে সমবেত হন। উক্ত অধিবেশনে তাঁহারা অবাধ নির্বাচন, প্রাদেশিকতার মূলোৎপাটন, দুর্নীতি দমন, সরকারী ব্যয় হ্রাস ও অপব্যয় নিরসন, অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং আরও দশ দফা গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচি লইয়া আলোচনা করেন। পূর্ববঙ্গে ইহাই প্রথম গবর্ণর সম্মেলন।

পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন,

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে নিখিল পাকিস্তান পঞ্চম বার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। পাকিস্তান সহ ভারত ও বিদেশ হইতে ৩০০ প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। এতৎসহ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। সম্মেলনে কৃষি, প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, ভেষজ এবং পদার্থ বিদ্যা মোট এই আটটি শাখায় বিশেষজ্ঞগণ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা চালান। কয়েকদিন পর্যন্ত জনসাধারণের উপযোগী বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি বিজ্ঞান একাডেমী ও পাঠাগার স্থাপন বাবদ কলোনি টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক লক্ষ টাকা দান করেন। একাডেমির উদ্বোধন করিতে গিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বৈজ্ঞানিক—গবেষণা ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে ইছলামের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, উহা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষণায় প্রেরণা যোগাইবে।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা,

১৯শে ফেব্রুয়ারী করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, জাতি সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে মার্চ মাস হইতে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার কাজ শুরু হইবে। উহা কার্যকরী হইলে খুলনা এলাকার ২০ লক্ষাধিক একর জমিতে খাল ও পাম্পের সাহায্যে পানি সেচের ব্যবস্থা হইবে এবং লোনা পানি রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হইবে। ফলে বার্ষিক ১০ লক্ষ টন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে মোট ৬০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। 'বিশেষজ্ঞ'-গণের এই পরিকল্পনা এবং গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস কি ভাবে, কত দূর ও কবে তক কার্যকরী হয় পূর্ব-পাকিস্তানের বুভুক্ষু জনগণ তাহা গভীর আশা ও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করিতে থাকিবে।

পূর্ব পাক সরকারের বাজেট অধিবেশন,

২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ সচিব জনাব নুরুল আমীন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে আয় মোট ২৭ কোটি ৪২ লক্ষ ও ব্যয় ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ গ্রহণ ও নূতন কর ধার্য করিয়া ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। নূতন করের প্রস্তাবে বহু কর-ভার—প্রপীড়িত জনগণ মোটেই খুশী হইতে পারে নাই।

বাজেট পেশ করার পূর্বে পরিষদ মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁহার স্মৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধ নিবেদন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী দিবস শিক্ষামন্ত্রী পরিষদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের নয়া আমদানী নীতি,

১লা মার্চ পাকিস্তানের নয়া আমদানী নীতি বিঘোষিত হইয়াছে। ইহার ফলে এখন বিদেশ হইতে মাত্র ২১৫ রকম পণ্য আমদানী করা চলিবে। তালিকায় বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ পড়িলেও ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে ব্রাণ্ডি, শ্যাম্পন, জিন, রাম, হুইস্কি প্রভৃতি পানীয় আমদানী অব্যাহত গতিতে চলিবে। নয়া নীতি ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পর ঢাকার বাজারে কাপড় ও অন্যান্য বিদেশী মালের দর শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশী দ্রব্যের দামও প্রায় অনুরূপ ভাবে বাড়িয়াছে।

পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি,

৯ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের মেয়াদ আরও ১ বৎসর বর্ধিত করিয়া ১৯৫৪ সনের ১৪ই মার্চ পর্যন্ত উহা বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাক-মিসর সৌহার্দ,

সম্প্রতি মিসরের একটি সামরিক মিশন এবং একটি সাংবাদিক শুভেচ্ছা মিশন পাকিস্তান সফর করিয়া গেলেন। সামরিক মিশনের সহিত মিসরের বর্তমান সর্বময় কর্তা জেনারেল নজিব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট একখানা পত্র দেন, উহাতে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এই দেশকে সমগ্র মুছলিম জাহানের আশা ভরসার প্রতীকরূপে উল্লেখ করেন। উভয় মিশন পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া পাকিস্তানের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুউচ্চ ধারণা লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। দুঃখের বিষয় কোন মিশনকেই পূর্বপাকিস্তানে আনয়নের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

জানা গিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে শুভেচ্ছার বাণী লইয়া পাকিস্তানের একটি সামরিক মিশন মিসরে যাইবেন। উভয় দেশে সামরিক এটাচির বিনিময়ও হইবে। সুযোগ পাইলে জেনারেল নজিব পাকিস্তান ভ্রমণে আসিবেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাবর্তন পথে কায়রোতে জেনারেল নজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয় দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

করাচী ও পাঞ্জাবে হাঙ্গামা

ইছলামের অন্যতম বুনিয়াদী আকিদা—রছুলুল্লাহর (দঃ) খত্‌মে নবুওতের—অস্বীকারকারী ও নূতন নবুওতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদের অনুসরণকারী এবং বিশ্বের সমস্ত মুছলমানদিগকে কাফের আখ্যাদায়ী কাদিয়ানীদিগকে পাকিস্তানে অমুছলিম সংখালঘু সম্প্রদায় রূপে গণ্য এবং ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে চৌধুরী জাফরুল্লাহ কাদিয়ানীকে মন্ত্রীপদ হইতে বরখাস্ত করার দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানের মুছলমানগণ দীর্ঘ দিন হইতে প্রেস ও প্ল্যাটফর্মের আন্দোলন চালাইয়া ও কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া ব্যর্থকাম হওয়ার পর অল মুছলিম পার্টিজ কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৭শে ফেব্রুয়ারী—এই অসময়ে দলে দলে 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা' অবলম্বনের জন্য আগাইয়া আসে। কাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের ৫ ঘণ্টা পূর্বে সরকার সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১১ জন বিশিষ্ট ওলামাকে করাচীতে গ্রেফতার করেন। তার পর পরই করাচী ও পাঞ্জাবের জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। করাচীতে ৪ দিনে ৯৯৪ জনকে গ্রেফতার ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেখানে অবস্থা আয়ত্বে আসে। কিন্তু পাঞ্জাবে হাঙ্গামা ক্রমেই বাড়িয়া চলে এবং জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। কতিপয় পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ, ১৪৪ ধারা ও সান্ধ আইন জারি, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ, ব্যাটন চার্জ ও গুলি চালনা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করায় এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হওয়ায় সরকারকে সর্বত্র কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন এবং লাহোরে সামরিক আইন জারি করিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতার একজনের রিভলভার-গুলিতে লাহোরের—ডেপুটী পুলিশ সুপার নিহত হন। পুলিশের গুলিতে বহু লোক হতাহত হয় এবং অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়াছে সামরিক কর্তৃপক্ষের কঠোরতম ব্যবস্থায় ও সতর্ক বাণীতে স্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে বহু লোক ছোরাসহ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ ও স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করিতেছে। বিচারও শুরু হইয়াছে। জানা গিয়াছে পাক প্রধান মন্ত্রীকে পাঞ্জাব মন্ত্রী-সভার পক্ষ হইতে এখন চৌধুরী জাফরুল্লাহকে পদত্যাগ করিতে বলা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আলমে ইছলাম

আন্ত-আরব বিচারালয়

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ আরব লীগের পক্ষ হইতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ন্যায় আরব রাষ্ট্র সমূহের জন্য একটি আন্ত-আরব বিচারালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। চেষ্টা ফলবতী হইলে আরব রাষ্ট্রের যে কোন আইন সঙ্গত মামলার বিচার উক্ত বিচারালয়ে নিষ্পন্ন করা যাইবে।

আরব-তুরস্ক ফেডারেশন

আঙ্কারার ২৮শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ তুরস্কের পররাষ্ট্র সচিব এবং জাতীয় পরিষদের সভাপতি উভয়ে তুরস্ক ও আরব রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি অখণ্ড ফেডারেশন গঠন করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে আরব জাহান এবং বিশেষ করিয়া সিরিয়া ও লেবাননের রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে।

আরব ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির চক্রান্ত

ইরাকের তৈল-রাজস্বকে কেন্দ্র করিয়া আরব ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির অপচেষ্টার এক সংবাদ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ইরান ও সউদি আরবের ন্যায় ইরাকও নিজস্ব তৈল সম্পদের অধিকারী। কিন্তু উত্তোলিত তৈল সিরিয়া ও লেবাননের ভিতর দিয়া ৫৫৬ মাইল পাইপ লাইনের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরে লইয়া যাইতে হয়। এজন্য ইরাকের ন্যায় সিরিয়া ও লেবানন ব্রিটিশ 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির' নিকট হইতে রাজস্ব পায়। ইরানে তৈল জাতীয় করণের পর ইরাককে ঠাণ্ডা রাখার জন্য কোম্পানি ইরাকের রাজস্ব ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের স্থলে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে কিন্তু অপর দুই রাষ্ট্রের দাবী দাওয়া পূরণ করা হয় না। আশঙ্কিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধে তাহাদের দেশের উপর এই পাইপ লাইনের অবস্থিতির জন্য শত্রু পক্ষের হামলার যে ঝুঁকি তাহারা লইয়াছে—তাহা বিবেচনায় তাহাদের রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানীর প্ররোচনায় ইরাক তাহাদের দাবীকে অসঙ্গত বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। ফলে এই রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা শেষ পর্যন্ত আরব-ঐক্যে গুরুতর রূপে ভাঙ্গন ধরাইতে পারে এই আশঙ্কায় আরব লীগ পরিস্থিতি তদন্ত পূর্বক—মীমাংসার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন।

মিসর

সম্প্রতি সুদানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটেন এবং মিসরের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। "স্বাধীন" সুদান মিসরের সহিত যুক্ত না পৃথক হইয়া থাকিবে তাহা ৩ বৎসরের মধ্যে সুদানবাসীগণ স্থির করিবে। সুদানের পত্রিকা সমূহে এই চুক্তি অভিনন্দিত হইয়াছে।

এই চুক্তির ফলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মিসরের অভিযোগের অন্যতম কারণ দূরিভূত হইল। কিন্তু ইঙ্গ-মিসর বিরোধের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ সুয়েজ সমস্যা। মিসর স্বাধীন হইয়াছে বটে কিন্তু আজও মিসরের বুকের উপর সুয়েজ রক্ষার অজুহাতে ৭৪ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে। মিসর দীর্ঘ দিন হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী এবং তজ্জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতদিন ব্রিটিশ নানা অজুহাতে এ দাবী মানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই, অনেক সময় মিসরের মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রাসাদের বিরুদ্ধে আবার কখনও প্রাসাদকে মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া অদ্ভুত খেলা খেলিয়াছে। কিন্তু সে দিন আর নাই। লৌহ-মানব জেনারেল নজিব জাগ্রত মিসরের জাতীয় দাবীকে শর্তহীন ভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে—ব্রিটিশ কতিপয় শর্তে সৈন্যাপসরণে রাজি হইবে। মিসরে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ষ্টিভেনশনের সহিত মিসর সরকারের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হইয়াছে। মূল আলোচনা শীঘ্রই শুরু হইবে।

মিসরের এই ন্যায্য দাবী ব্রিটেন আর দাবাইয়া রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ন্যায়, যুক্তি, বাস্তব আবশ্যকতা সমস্তই মিসরের দিকে। এখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেখিবার বিষয় শুধু এই যে, ব্রিটেন সম্মানে বন্ধুত্বের পরিবেশে সরিবে, না সম্মান খোয়াইয়া বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া বিদায় গ্রহণ করিবে?

ইন্দোনেশিয়া

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বাক্ষরিত প্রথম বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান হইতে তুলা, খেলার সরঞ্জাম, অস্ত্রোপচার যন্ত্র প্রভৃতি ইন্দোনেশীয়ায় রফ্তানি এবং তথা হইতে রবার, টিন, কাঠ, প্রভৃতি পাকিস্তানে আমদানী হইবে। ডাঃ আর এ আসামাউনের নেতৃত্বে আগত ইন্দোনেশীয় বাণিজ্য মিশন ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ছউদি আরব

মক্কা শরীফে একটি নূতন বাস কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানী হজ্জ যাত্রীদের জেদ্দা, মক্কা, মুনা ও আরাফত হইতে মদিনায় যাতায়াতের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস ও মোটর চালু করিবে।

মদিনা শরীফে মছজিদে-নববীর মেঝেয় নূতন পাথর লাগান এবং অন্যান্য সংস্কারের কাজ শুরু হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র সমাধি সংরক্ষণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। ৩ জন পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার উক্ত কার্যে ছউদি আরবকে উপদেশ দিতেছেন।

হজ্জেচ্ছু রুশীয় মুছলমানদের হজ্জপর্ব সমাধার সুবিধাদানের নামে রাশিয়া হইতে মক্কা পর্যন্ত একটি বিমান পথ খোলার জন্য সোভিয়েট সরকার ছউদি আরবের নিকট প্রস্তাব দিয়াছে বলিয়া লণ্ডনের এক খবরে প্রচার করা হইয়াছে। সংবাদ পরিবেশক রাশিয়ার উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়াছেন।

গত ৩রা মার্চ পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল ছুলতান ইব্নে ছউদের আমন্ত্রণ ক্রমে ছউদী আরবে এক শুভেচ্ছা ভ্রমণে গমন করেন। জেদ্দা, রিয়াদ ও মক্কা মোয়ায্যমায় তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন দরবারী অনুষ্ঠানে উভয়-পক্ষ হইতে আন্তরিক শুভেচ্ছার বাণী বিনিময় হয়। মক্কার এক সম্বর্ধনা সভায় গবর্ণর জেনারেল—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "ইছ্লামের আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার মহৎ উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠ ভাবে মুছলিম জাহানের সেবার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই ছফরের ফলে পাকিস্তান ও ছউদি আরবের সৌহার্দ-বন্ধন দৃঢ়তর হইল।

ইরান

ইরান মজলিছে মদ্যপান নিষিদ্ধ করণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ইরানের তৈল সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেকের নিকট পেশ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, তৈল সম্পদ জাতীয় করণের জন্য ব্রিটেনের ক্ষতি পূরণের দাবী নীতিগত ভাবে স্বীকার করিয়া লইলে যুক্তরাষ্ট্র ইরান হইতে অন্ততঃ ১০ কোটি ডলার মূল্যের তৈল ক্রয় করিবে। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শাহের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উহার আয়কর প্রদান এবং শাহী প্রাসাদের বাজেট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া প্রধান মন্ত্রী ও শাহের ভিতর গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হওয়ায় ইরানের রাজনৈতিক গগনে তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পরিষদ সভাপতি আল্লামা আয়াতুল্লাহ কাশানীর মোসাদ্দেক-বিরোধও এই সময় ধূমিত হইয়া উঠে। এই সংযোগক্ষণে শাহের বিদেশ ভ্রমণের নাটকীয় ঘোষণা অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করে। ফলে মোসাদ্দেক বিরোধী জনতা চতুর্দিকে বিক্ষোভ প্রকাশ ও হাঙ্গামা শুরু করিয়া দেয়। অবস্থা চরমে উঠায় পুলিশ বেয়নেট চার্জ ও গুলি ছুঁড়ে। শাহ সমর্থক সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল বাহারমস্ত ও পুলিশ বাহিনীর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার আফসাবতোস পদচ্যুত হন। দৃঢ়-ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ৩ দিন পর অবস্থা অনেকটা আয়ত্বে আসে। ডাঃ মোসাদ্দেক জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতায় শাহ অথবা তাঁহার মধ্যে দুইজনের একজনকে বাছিয়া লইতে আবেদন জানান।

www.ahlehadeethbd.org

তুরস্ক

বলকানস্থ সোভিয়েট তাবেদার রাষ্ট্র গুলির সহিত ভারসাম্য রক্ষা এবং প্রয়োজন সময়ে যুক্ত দেশ রক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত তুর্কী সরকার সম্প্রতি একটি সহযোগিতা ও মৈত্রি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। অর্থনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের জন্য একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পন্ন হইয়াছে।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু ও পাকিস্তান সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জর্দান

১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩রা মার্চ জর্দান ও 'ইছরাইল' সীমান্তে আরব-ইহুদী সংঘর্ষে ৯ জন আরব নিহত হয়। ইহুদী পক্ষে ক্ষয় ক্ষতির সংখ্যা সঠিক জানা যায় নাই। যুদ্ধ বিরতি কমিশন নাকি এ সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করিবেন।

ইরাক

১৩ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যুদ্ধ-বিরতি 'ইছরাইল' ইরাক সীমা-রেখায় ইহুদীদের অমানুষিক কাজের ফলে ৩৯৪ জন আরব নিহত ও ২২৭ জন আহত হইয়াছে। আরবদের মধ্যে ত্রাস ও ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই এইসব দুষ্কর্ম সুপরিকল্পিত উপায়ে চালান হইতেছে।

বহির্জগৎ

ভারতে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন

ভারতে সাম্প্রদায়িক দলগুলি আবার নূতন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মুছলমানগণের জান-মাল বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ৩টি বিষয় লইয়া সাম্প্রদায়িক তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১ম, গো জবেহের দাবীতে সমাজতন্ত্রী দল জন সংঘ, হিন্দু মহাসভা, রাম রাজ্য পরিষদ ও আর্য সমাজের সহিত একত্রিত হইয়াছে। এই দাবীতে মিছিল—পরিচালনার সময় ভিরঙ্গমে ১০ জন মুছলমান নিহত ও ১১ জন আহত হইয়াছে, ৪০ খানা গৃহ ও ৫০ খানা দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। ২য়, হোলি উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামপুর, বিজনৌর ও বীর গ্রামে বহু ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে, ৪ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট ও একটি অলঙ্কারের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। ৩য়, জম্মু প্রজা পরিষদের ভারতের সহিত কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবীর সমর্থনে উপরোক্ত দলগুলি ছাড়াও শিখদের আকালি দল হাত মিলাইয়াছে। ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া উক্ত দলগুলি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের অন্যায় দাবী জ্ঞাপন করিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, এন, সি, চাটার্জি প্রমুখ নেতা ও আন্দোলনকারীরা গ্রেফতারী বরণ করিয়াছেন। অন্যদিকে হিন্দু মহা সভার ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ এন, বি, খারে প্রত্যেক মৃত ভারতবাসীর দেহের দাহক্রিয়াকে বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ণের নোটিশ দিয়াছেন। এই ভাবে ভারতের সর্বত্র অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় মুছলমানগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পাকিস্তানের দিকে অনেকেই ধাওয়া করিতে শুরু করিয়াছে।

'ইছরাইলের' মতিগতি ও আরব রাষ্ট্রের হুশিয়ারী

কিছুদিন পূর্বে 'ইছরাইলের' রাজধানী তেল-আবিবে সোভিয়েট দূতাবাসে বোমা বর্ষণের ফলে রাশিয়া 'ইছরাইলের' সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেয়। এই অজুহাতে ইছরাইল আমেরিকার নিকট অধিকতর অস্ত্র সাহায্য চাহিয়া বসে। এই আবদারের বিরুদ্ধে ৭টি আরব রাষ্ট্র মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের—পররাষ্ট্র সচিবকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে উহা পূরণ করা হইলে প্রজ্জ্বলিত আগুনে তৈল সংযোগের কাজ হইবে এবং মধ্য প্রাচ্যের শান্তি বিঘ্ন সঙ্কুল হইয়া উঠিবে।

রুশ মার্কিণ পাল্টা অভিযোগ

সম্প্রতি সোভিয়েট সেনামণ্ডলীর অধ্যক্ষ —

(অবশিষ্টাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

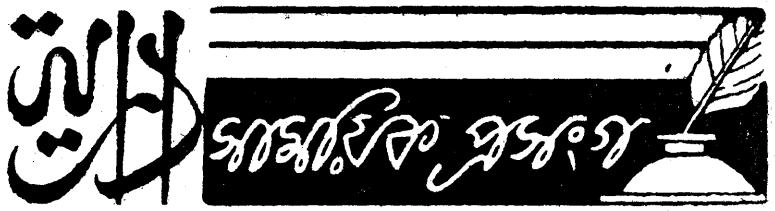

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

চতুর্থ বর্ষের যাত্রা

রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'লা তাঁহার অপার অনুগ্রহ ও অসীম দয়ায় আমাদিগকে ৪র্থ বর্ষের—তর্জুমানুল হাদীছ পাঠকবর্গের সম্মুখে হাযির করার তওফিক দেওয়ায় আমরা সর্বপ্রথম সেই কৃপাময়ের উদ্দেশ্যে শোক্‌রের তছবিহ পাঠ করিতেছি। অতঃপর আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক পাঠিকাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। তর্জুমান উহার মহান আদর্শ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গি বজায় রাখিয়া যাহাতে ধর্ম ও মিল্লতের, সমাজ ও দেশের অকুণ্ঠ খেদমত নিষ্ঠার সহিত চালাইয়া যাইতে পারে তজ্জন্য আমরা সকলকে আল্লাহর দরগাহে কাতর আহ্বান জানাইতে এবং উহার সাফল্যের জন্য সক্রিয় ভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। এই সংখ্যায় তর্জুমান-সম্পাদক আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের গভীর চিন্তা-প্রসূত ও গবেষণা-সমৃদ্ধ লেখা সমূহের কিছুই—এমন কি তাঁহার অমূল্য তফছীরও সন্নিবিষ্ট করিতে না পারায় তর্জুমানের বৈশিষ্ট্য ও সৌষ্ঠব যে অনেকখানি ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িল, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ ইছলামের এই একনিষ্ঠ খাদেমকে কলম ধরার

(৪৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মার্কিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, "মার্কিন তাহাদের ঘৃণ্য লুণ্ঠন বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সমগ্র বিশ্বে অধিপত্য বিস্তারের নেশায় লালফৌজের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আয়োজন করিতেছে।" তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, "সোভিয়েট ইউনিয়ন যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত।" অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ যোসেফ ই জনসন এই অভিযোগ করেন যে, "স্ট্যালিনের সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য উন্মুখ।" তিনি আরও বলেন, "জাতীয়নীতির প্রতি উপযুক্ত মর্যাদাবোধের জন্যই রাশিয়ার সহিত তাহাদের বনিবনা হইতেছে না।"

চীনে মুছলমানের অবস্থা

ই, পি এর এক সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট চীনের ৪॥০ কোটি মুছলমানদিগকে সোভিয়েটের অনুরূপ ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা অনুসারে শুদ্ধি অভিযান চালান হইতেছে। গোপনে আনীত প্রামাণ্য নথিপত্র হইতে নাকি জানা গিয়াছে যে, চীনের মছজিদগুলি মিউজিয়াম অথবা ব্যবসায় ঘাটি কিম্বা বন্দীদের বাসকোয়ার্টারে পরিণত করা হইতেছে। মুছলমান ব্যবসায়ী এবং চাষীদের উপর নানারূপ উৎপীড়ন চালান হইতেছে।

ষ্ট্যালিনের মৃত্যু

সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কম্যুনিস্ট জগতের একচ্ছত্র অধিনায়ক যোসেফ ষ্ট্যালিন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ রক্ত-ক্ষরণ জনিত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৫ই মার্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। মঃ ম্যালেনকফ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

মত শক্তি না দিতেছেন সে পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি?

মওলানা ছাহেবের বর্তমান অবস্থা

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জনাব হযরত মওলানা ছাহেব গত ২রা ফেব্রুয়ারী পাবনা হইতে ঢাকা—রওয়ানা হন। পথিমধ্যে অসুবিধাজনক পরিবেশে পর পর দুই দিন ভীষণ বেদনায় আক্রান্ত হন এবং অতি কষ্টে ডাক্তার ডাকিয়া মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন লইতে বাধ্য হন। ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পৌঁছিয়া সেই দিনই পূর্বব্যবস্থানুযায়ী মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালের পেয়িং ক্যাবিনে ভর্তি হন এবং ১৯ দিন তথায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহারা আধুনিক এবং ঢাকায় সম্ভাব্য সব রকম পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেন। ২৩শে—ফেব্রুয়ারী হসপিটাল হইতে বাহির হইয়া মাননীয় মন্ত্রী জনাব মওলবী হাছান আলী ছাহেবের বাসায় (৭নং আবদুল গণি রোড, ঢাকা) অবস্থান করিতেছেন। এখানে আসিয়াই ২।৩ দিন পর পর দুই বার ভীষণতম বেদনায় আক্রান্ত হন। হাসপাতালে—শারীরিক অবস্থার যে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছিল এই দুই আক্রমণে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

দুঃখের বিষয় নানাবিধ পরীক্ষা ও ঔষধ বাবদ কিঞ্চিদধিক এক মাসে প্রায় হাজার দেড়েক—টাকা এবং অতঃপর দৈনিক প্রায় ২০ টাকা করিয়া খরচ চালাইয়াও এখন পর্যন্ত রোগের সঠিক কারণ জানা সম্ভব হয় নাই। তবে চিকিৎসকগণ সমস্ত—অবস্থা দেখিয়া ও বুঝিয়া দুইটি বিকল্প কারণের অনুমান করিতেছেন। একটি পিত্ত নিঃসরণে বাধা—(Obstruction of biles) অপরটি হেমোগ্লোবিন—(Haemoglobin) সম্পর্কীয়, ডাক্তারগণ মনে করিতেছেন যে, প্রথম কারণটি সঠিক হইলে--এবং উহা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক—বর্তমান ঔষধিক চিকিৎসায় সাময়িক উপকার পাওয়া যাইবে, কিন্তু স্থায়ী ফল এবং রোগের যন্ত্রণা হইতে চরম উদ্ধারলাভ করিতে হইলে অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নাই! আর দ্বিতীয় অনুমান যদি সঠিক হয় তাহা হইলে মুশকিল যে, আজ পর্যন্ত নাকি উহার নিবারণক্ষম ঔষধ—আবিষ্কৃত হয় নাই। অবস্থা শুনিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির চিন্তা অবশ্যই বাড়িবে কিন্তু চিন্তা, দুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, শেফাদাতা একমাত্র আল্লাহ, আমরা শুধু চেষ্টা এবং দোওয়া করিয়া যাইব; যে পর্যন্ত আমাদের দোওয়া আল্লাহর দরবারে মনযুর না হইবে সে পর্যন্ত দয়ার আধার আল্লাহর নিকট আমরা তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিতেই থাকিব। আমাদের নিরন্তর প্রার্থনা এই হইবে:—

اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافى لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما -

ঢাকার ইতিহাস সম্মেলন

ইছলামের গৌরব-দীপ্ত ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং উহার সুনির্ধারিত আদর্শের সুসংগত রূপায়ণের জন্যই পাকিস্তানের জন্ম। কিন্তু আমাদের দেশের অতীত ঐতিহ্যের সঠিক ইতিহাস গ্রন্থ নাই। যা আছে তা বিকৃত, সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত এবং বিদেশীর ইঙ্গিতে বিদেশীর স্বার্থে রচিত। আমরা উহা হইতে অনুপ্রাণনা পাইনা, উৎসাহ বোধ করিনা। তাই আমাদিগকে এখন এমন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে যাহা আমাদের অতীতের সঠিক পরিচয় দিবে, মিল্লতের অখণ্ডত্বের প্রেরণা যোগাইবে ও আদর্শ রূপায়ণে প্রোৎসাহিত করিবে। এই উদ্দেশ্যেই পাকইতিহাস সম্মেলনের জন্ম। ঢাকায় ১৫ই ফাল্গুন হইতে উহারই তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন আল্লামা সোলায়মান নদভীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসেই কতিপয় অপরিণামদর্শী ছাত্রের অত্যন্ত আপত্তিজনক, অশোভন ও অভদ্রোচিত আচরণের ফলে সভা পণ্ড হইয়া যায়। তাঁহারা আল্লামা নদভীর ন্যায় একজন মহাপণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মনীষীকে চরমভাবে অপমানিত করেন একমাত্র এই অপরাধে যে, তিনি সভাপতির অভিভাষণে প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য—ইছলামী ভাষার ন্যায় বাংলার জন্য আরবী বর্ণমালার ছুফারেশ করেন। আমরা এই ব্যাপারে আল্লামা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নদভীর সহিত একমত নই। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য বাংলা বর্ণমালা রক্ষা করা অপরিহার্য, আমরা ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমাদের উক্তির পিছনে যুক্তি আছে। ছাত্ররা অনায়াসে একাডেমিক আলোচনায় সুশোভন পদ্ধতিতে আল্লামার যুক্তি খণ্ডন এবং তাঁহার উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা এই বিদ্বজ্জনোচিত পথে না হাঁটিয়া অপরের মত দাবাইয়া দেওয়ার জন্য এমন জঘন্য পথ বাছিয়া লইয়াছেন যাহাদ্বারা তাঁহারা শুধু ছাত্র সমাজের নয়, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের মুখে চূণ কালী মাখাইয়াছেন—কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।

আরবী বর্ণমালায় বাংলা লিখনের জন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মহল হইতে পত্রিকা, প্রচার পুস্তিকা ও বক্তৃতার মারফত এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্র হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচারকার্য চালান হইতেছে। ছাত্ররা দেশের এই সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া কেন একজন নিমন্ত্রিত বুজর্গ ব্যক্তিকে এমন অপমানের আঘাত হানিতে গেলেন, এ প্রশ্ন সদাই মনে জাগে। হয়ত ক্ষণিক উত্তেজনার বশে কিম্বা কাহারও প্ররোচনায় তাঁহারা এইরূপ কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ও যথোচিত ভাবে ইহার নিন্দা ও প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। ইহার ফলে হয়ত তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। অনেকে এই আচরণের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন ও স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় মৌন রহিয়াছেন। এই ভাবে ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ট্র্যাজেডির ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ দৃশ্য। আমরা জোরের সঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই যে, রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার পরিণাম মোটেই শুভ নহে।

খালের পানি সমস্যা

পাকিস্তানের পুঞ্জীভূত সমস্যাসমূহের মধ্যে—পশ্চিম পাকিস্তানের খালের পানি সমস্যা আজ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাব ও ভাহ্‌ওয়ালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষাবাদ সিন্ধু অববাহিকার নদী ও খালের পানির সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেশ বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডের কল্যাণে অনেকগুলি নদীর উপর ভাগ ও খালের মুখ ভারত সীমানায় পড়িয়াছে। হিন্দু ভারত পাকিস্তানের অস্তিত্ব ঠেকাইতে ও শিশু রাষ্ট্রটিকে অন্য ভাবে ধ্বংস করিতে না পারিয়া পাকিস্তানের জীবন-রক্ত প্রবাহী এই শিরা উপশিরাগুলি শুকাইয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র আটিয়াছে। র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড হইতে উদ্ভূত খালের পানি-বণ্টন বিরোধ মীমাংসার সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পথ অগ্রাহ্য করিয়া ভারত তাহার সীমানায় অবস্থিত নদী ও খালসমূহের স্রোত নিয়ন্ত্রণ, গতিপথ পরিবর্তন, বিরাট জলাধার নির্মাণ এবং নূতন নূতন খাল খনন করিয়া পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য পানি অন্যায় ও জবরদস্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের অনুর্বর ও মরুময় স্থানগুলি শস্যাগারে পরিণত করিতে—চাহিতেছে। ফলে পাকিস্তানের হরিৎশস্য পূর্ণ লক্ষ লক্ষ একর জমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই ১১টি খালের পানি শুকাইয়া এবং অনেকগুলির সরবরাহ কমাইয়া—ফেলার ফলে স্থানে স্থানে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ½ হইতে ⅓ এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ভারতের পঞ্চ বার্ষিক সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে অবস্থা যে আরও কি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই সমস্যার সহিত সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং কোটি কোটি—পাকিস্তানবাসীর জীবন মরণ সমস্যা বিজড়িত। মানুষ সব কিছুই সহিতে পারে কিন্তু না খাইয়া—বাঁচিতে পারে না। পাকিস্তানবাসীকে ভবিষ্যৎ বুভুক্ষার হাত হইতে বাঁচাইতে এবং পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে কাশ্মীরের ন্যায়—আলোচনার ঘূর্ণচক্রে ফেলিয়া না রাখিয়া এবং বাদানুবাদের পথ পরিহার করিয়া ইহার আশু সমাধানের অন্য পথ অবিলম্বে আবিষ্কার করা উচিত।

www.ahlehadeethbd.org